unicef
unite for children

শিশুকেন্দ্রিক শিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকা

এ বইটি যারঃ

শিশুকেন্দ্রিক শিখনশেখানো বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকা

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

কর্মশালার শিখন ফলাফল.....১
অধিবেশন ২, তথ্যপত্র ১: শিশুরা কীভাবে শেখে?.....২
অধিবেশন ২, তথ্যপত্র ২: বিঙ্গো গেম.....৩
অধিবেশন ২, তথ্যপত্র ৩: বার্তাবাহক শ্রুতলিপি ৪
অধিবেশন ২, তথ্যপত্র ৪: মেমোরি কার্ড.....৫
অধিবেশন ৩, তথ্যপত্র ১: শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক.....৬
অধিবেশন ৩, তথ্যপত্র ২: একটি মেয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে ৭
অধিবেশন ৩, তথ্যপত্র ৩: শিশুকেন্দ্রিক শিখনের সংজ্ঞা ৮
অধিবেশন ৪, তথ্যপত্র ১: শিশুকেন্দ্রিক না কি শিশুকেন্দ্রিক নয় ? ৯
অধিবেশন ৪, তথ্যপত্র ২: আজ স্কুলে তুমি কি কি করেছো ?.....১০
অধিবেশন ৪, তথ্যপত্র ৩: শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিকল্পনা ১১
অধিবেশন ৪, তথ্যপত্র ৪: গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য (শিশুকেন্দ্রিক শিখন এবং শিশুকেন্দ্রিক নয়).....১২
অধিবেশন ৫, তথ্যপত্র ১: বাংলাদেশে শিক্ষণ উপকরণ.....১৩
অধিবেশন ৫, তথ্যপত্র ২: শিক্ষোপকরণের তৈরির আরও কিছু ধারণা.....১৪
অধিবেশন ৬, তথ্যপত্র ১: পকেটবোর্ড কীভাবে বানাতে হয় ১৫
অধিবেশন ৬, তথ্যপত্র ২: পকেটবোর্ড তৈরি ও ব্যবহার ১৭
অধিবেশন ৭, তথ্যপত্র ১: একটি পরীক্ষা ১৮
অধিবেশন ৭, তথ্যপত্র ২: শিশুকেন্দ্রিক পাঠের মূল্যায়ন ১৯
অধিবেশন ৮, তথ্যপত্র ১: সহায়তা! ২০
অধিবেশন ৮, তথ্যপত্র ২: একক, জোড়ায় নাকি দলীয় কাজ? ২১
অধিবেশন ৮, তথ্যপত্র ৩: সমস্যা সমাধানের পরামর্শ ২২
অধিবেশন ৯, তথ্যপত্র ১: আনন্দময় শ্রেণিকক্ষের ছবি ২৫
অধিবেশন ৯, তথ্যপত্র ২: আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ.....২৬
অধিবেশন ৯, তথ্যপত্র ৩: আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ তৈরির চ্যালেঞ্জসমূহ.....২৭

অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ১: শিক্ষোপকরণের ধারণা.....২৮
অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ২: শিখন কর্ণারের জন্য শিক্ষোপকরণ কীভাবে তৈরি করতে হবে.....২৯
অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ৩: এক টুকরো কাগজ ৩০
অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ৪: শ্রেণিকক্ষ-পোস্টার ৩১
অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ৫: পোস্টারের ধারণা ৩২
অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ৬: বস্নম এর টেক্সোনমি ৩৩
অধিবেশন ১১, তথ্যপত্র ১: আমাদের নিজেদের সহযোগিতার নেটওয়ার্ক তৈরি করা ৩৪
অধিবেশন ১২, তথ্যপত্র ১: শিশুকেন্দ্রিক পাঠ তৈরি করা ৩৫
অধিবেশন ১৩, তথ্যপত্র ১: পাঠের মহড়া ৩৬
অধিবেশন ১৪, তথ্যপত্র ১: সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম ৩৭
অধিবেশন ১৫, তথ্যপত্র ১:স্ব-মূল্যায়ন ফরম ৩৯
অধিবেশন ১৬, তথ্যপত্র ১: আমরা কী শিখেছি?.....৪০
অধিবেশন ১৬, তথ্যপত্র ২: আমার প্রথম পদক্ষেপ ৪১
অধিবেশন ১৬, তথ্যপত্র ৩: আমার প্রথম সপ্তাহের পরিকল্পনা ৪৩
অধিবেশন ১৭, তথ্যপত্র ১: কর্মশালার মূল্যায়ন ফরম ৪৪

কর্মশালার শিখনফল

শিশুকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কর্মশালার শিখনফল

এই কর্মশালার শেষে নিচের উক্তিগুলো আপনার জন্য সঠিক হওয়া উচিত:

৫ দিন ব্যাপী কর্মশালার সার্বিক শিখনফল

- শ্রেণিকড়ো শিড়াণ এবং শিখনে আরও বেশি কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বাস্ত্মবায়ন শরন্ন করার জন্য আমার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধি আছে।

সুনির্দিষ্ট শিখনফল

- শিখনের ড়োত্রে শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায় এবং কেন তা কার্যকর তা আমি বুঝি;
- শ্রেণিকক্ষে শিশুকেন্দ্রিক শিখন বাস্ত্মবায়নে সহায়তা করে এমন অনেক কৌশল ও ধারণা আমার জানা আছে;
- কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক পাঠ কেমন এবং তা কীভাবে নিষ্ক্রিয় ও শিশুকেন্দ্রিক নয় এমন পাঠের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা আমি জানি;
- শিখনে শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য পাঠ্যবই কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ও তা কীভাবে উপযোগী করে নিতে হবে তা আমি জানি;
- শিশুকেন্দ্রিক শিখন বাস্ত্মবায়নের জন্য অনেক ধরনের কার্যকর, স্বল্পব্যয়ী শ্রেণিকক্ষ শিখন শেখানো উপকরণ আমি তৈরি করতে পারি;
- আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ কেন গুরন্নত্বপূর্ণ তা আমি বুঝি এবং শ্রেণিকক্ষকে আরও বেশি আনন্দময় করার কাজ শুরন্ন করতে আমি প্রস্তুত আছি;
- আমি শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ায় পাঠ পরিচালনার জন্য পাঠ পরিকল্পনা তৈরি, প্রস্তুতি গ্রহণ, পাঠ পরিচালনা এবং পাঠ মূল্যায়ন করতে পারি;
- আমার নিজের শ্রেণিকক্ষে শেখা শুরন্ন করতে আমি অনুভব করি এবং আমি যা যা শিখি তা সহকর্মীদের সঙ্গে বিনিময় করতে ও তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি;
- শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ মোকাবেলা করে প্রয়োজন অনুযায়ী আমার নিজের শিক্ষণ-অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে আমি প্রস্তুত আছি।

অধিবেশন ২, সহায়ক তথ্য ১: শিশুরা কীভাবে শেখে?

শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শেখার মধ্যে পার্থক্যগুলো কোথায়?

গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া করা (আনুষ্ঠানিক শিখন)	উভয় ক্ষেত্রে প্রায়ই যা ঘটে	শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে শেখা (প্রকৃতি থেকে শেখা)

অধিবেশন ২, সহায়ক তথ্য ২: বিঙ্গো গেম

শিক্ষার্থীরা ছোট দলে কাজ করবে। প্রত্যেক দল একটি করে কার্ড পাবে (শিক্ষার্থীরা নিজেরাও কার্ড বানিয়ে নিতে পারে) এবং কার্ডে ১ থেকে ১০-এর মধ্যে যে কোন ছয়টি সংখ্যা লিখবে। সহায়ক বিভিন্ন সংখ্যা যোগ করতে বা বিয়োগ করতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছে যদি উত্তর থাকে তাহলে তারা তাদের কার্ডে ঐ সংখ্যাটিতে কাটা দাগ দিবে। যে দল সবার আগে সবগুলো সংখ্যায় কাটা দাগ দিতে পারবে তারা 'বিঙ্গো' বলে চিৎকার করবে এবং জিতে যাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখেও এই খেলাটা খেলতে পারে।

✂ .....

নোট- এটি অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগের জন্য শিক্ষক চিন্তা করবেন।

✂ .....

অধিবেশন ২, তথ্যপত্র ৩: বার্তাবাহক শ্রুতলিপি

নিচের কবিতাংশটি শ্রেণিকক্ষের বাইরের দেয়ালে লাগিয়ে দিন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কাজ করবে, একজন হবে লেখক, অন্যজন হবে বার্তাবাহক যে কবিতাটির কাছে দৌড়ে গিয়ে ১ থেকে দুই লাইন মুখস্ত্ম করবে এবং লেখকের কাছে ফিরে এসে তা লিখার জন্য নিম্নস্বরে বলবে। এভাবে বার্তাবাহক বার বার যাওয়া-আসা করে পুরো কবিতাটি লেখকের কাছে বলবে। লেখকের লক্ষ্য হবে পুরো কবিতাটি সঠিকভাবে লিখে ফেলা। যে জোড়া প্রথম এ কাজটি করতে পারবে তারা বিজয়ী হবে।এটা মাতৃভাষা বা ইংরেজির যে কোন পাঠ থেকে করা যাবে এবং তা একটি মজার খেলা হবে। আপনার কাছে যদি একটিমাত্র বইও থাকে তাহলেও এটি খেলানো যাবে। এটি হতে পারে খুব ছোট একটি গল্প, ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের পাঠের কোন অংশ কিংবা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বা প্রাথমিক বিজ্ঞান বই এর কোনো পাঠের গুরম্নত্বপূর্ণ অংশ।

✂ .....

আমাদের এই বাংলাদেশ

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ
বাংলাদেশ।
আমার প্রিয় আপন দেশ
বাংলাদেশ।
আমাদের এই বাংলাদেশ।

কবির দেশ বীরের দেশ
আমার দেশ স্বাধীন দেশ
বাংলাদেশ।
ধানের দেশ গানের দেশ
তেরো শত নদীর দেশ
বাংলাদেশ।

অধিবেশন ২, সহায়ক তথ্য ৪: মেমোরি কার্ড

নিচের শব্দ লেখা কার্ডগুলো কাটুন এবং তার উপর আঠা লাগান (অথবা, শুধুমাত্র কার্ডের উপর শব্দগুলো লিখুন)। প্রতি ৮ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীর একটি দলের জন্য এক সেট কার্ড তৈরি করুন। কার্ডগুলো উল্টো করে এলোমেলোভাবে মেঝেতে ছড়িয়ে দিন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কাজ করবে। প্রত্যেক জোড়া দু'টি কার্ড উল্টাবে। যদি অতীত এবং বর্তমান একই ক্রিয়াপদ হয় তাহলে তারা কার্ডগুলো নিজেদের কাছে রেখে দেবে। যদি না হয় তাহলে যেখান থেকে কার্ডগুলো তুলেছিল ঠিক সেখানে আবার কার্ডগুলো রেখে দেবে যাতে প্রত্যেকেই মনে রাখতে পারে কোথায় কোন কার্ডটি আছে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক জোড়া কার্ড উল্টাবে এবং শেষ পর্যন্ত যে দলের কাছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্ড থাকবে তারাই বিজয়ী হবে।

✂ .....

go	went	write	wrote
do	did	see	saw
say	said	make	made
run	ran	have	had

অধিবেশন ৩, সহায়ক তথ্য ১: শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পক

শিক্ষার্থী হিসেবে একটি শিশু এবং একজন শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে কোন একটি উপমা বা রূপকের কথা ভাবুন। ছবি থেকে আপনি কিছু ধারণা পেতে পারেন।

"একজন শিক্ষকের কাছে একটি শিশু হলো...." উপমা: একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা। 'সিংহের মত সাহসী'।

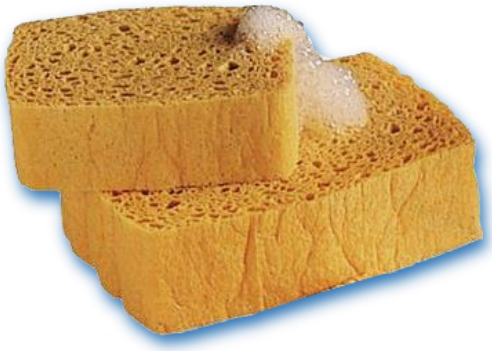

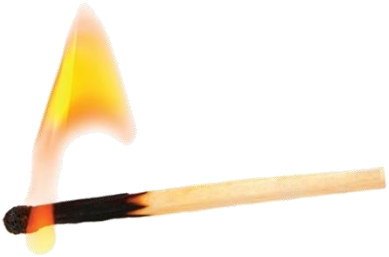

রূপক: কোনো কিছু বা কোনো ব্যক্তির বিবরণ দিতে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে তার গুণগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বোঝাতে এবং বর্ণনাকে জোরালো করতে যে কাল্পনিক শব্দ বা শব্দমালা ব্যবহার করা হয়; 'তার হৃদয় পাষাণের মত'।

অধিবেশন ৩, সহায়ক তথ্য ২: একটি মেয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে

অধিবেশন ৩, সহায়ক তথ্য ৩: শিশুকেন্দ্রিক শিখন; আমাদের সংজ্ঞা

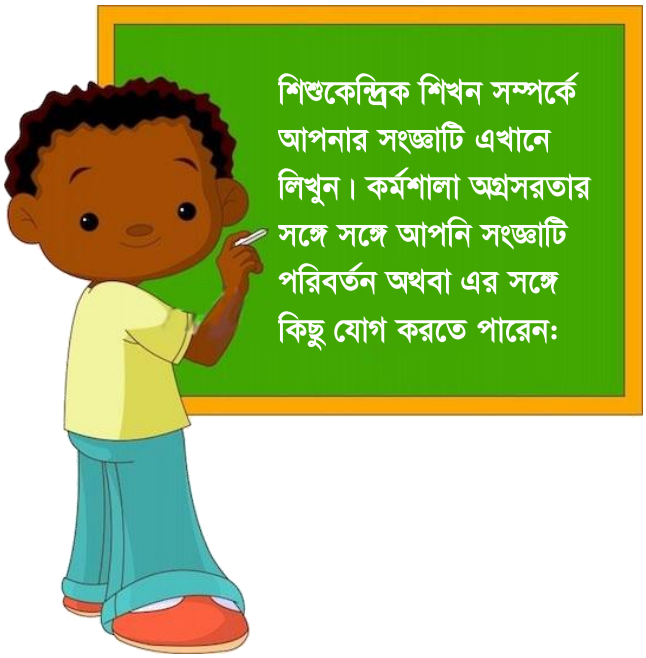

অধিবেশন ৪, সহায়ক তথ্য ১: শিশুকেন্দ্রিক অথবা শিশুকেন্দ্রিক নয়?

মাঝখানের কলামে দেয়া প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন। শিশুকেন্দ্রিক নয় শ্রেণির উত্তরগুলোবাম দিকের কলামে এবং শিশুকেন্দ্রিক শ্রেণির উত্তরগুলো ডান দিকের কলামে লিখুন।

শিশুকেন্দ্রিক নয় ← → শিশুকেন্দ্রিক

শিক্ষক হলেন জ্ঞানের উৎস, এবং তাঁর ভূমিকা হলো সেই জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তারণকরা।	**ক) শিক্ষকের ভূমিকা কী?**	শিক্ষক হলেন শিখন-সহায়তাকারী। তিনি শিক্ষার্থীকে শিখতে সহায়তা করেন।
	খ) শিখন কীভাবে শিশুর জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়?	
	গ) শিক্ষার্থীরা কী ধরনের কাজ করে?	
	ঘ) শিক্ষার্থীরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে?	
	ঙ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক কীভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন?	
	চ) শিক্ষক কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করেন?	
	ছ) শিখন কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?	

অধিবেশন ৪, সহায়ক তথ্য ২: আজ স্কুলে তুমি কী করেছ?

নিচের উক্তিগুলো লক্ষ্য করুন। এগুলো কেন শিশুকেন্দ্রিক তা বর্ণনা করুন। আপনার কাজের সহায়তার জন্য সহায়ক তথ্য-১ এর প্রশ্নগুলো উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করুন।

"১ নম্বর মন্তব্যটি শিশুকেন্দ্রিক কেননা এটা শিশুর জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে জোড়ায় কাজ এবং সৃজনশীলতা অন্তর্ভুক্ত আছে।"

১) "আজ ইংরেজি ক্লাসে আমরা জোড়ায় কথোপকথন অনুশীলন করেছি। হাসান সাহেবের দোকানের কথোপকথনের একটি ভূমিকাভিনয় (রোল-পেস্ন)আমাদেরকে করতে হয়েছিল। প্রথমে আমি ক্রেতা হিসেবে কথা বলেছি, তারপর দোকানদার।"

২) "আজ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামনে আমি আমার প্রিয় বইয়ের উপর একটি উপস্থাপনা করেছি। আমি তিনটি তারা (স্টার) পেয়েছি এবং পরবর্তী উপস্থাপনা যাতে আরও ভাল হয় সে'জন্য শিক্ষক আমাকে কিছু ধারণা দিয়েছেন।"

৩) "আজ বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা এক পাতিল পানি আগুনে গরম করেছি। যখন বাষ্প উঠছিল তখন পাতিলের উপর একটি আয়না ধরেছিলাম। আমরা দেখতে পেলাম যে, বাষ্প ক্রমশঃ ঠান্ডা হয়ে পানিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল বলে আয়নাটি ভিজে গিয়েছিল। এতে আমরা বুঝতে পারলাম পানি থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়, এবং পরবর্তিতে তা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে।"

৪) "আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে মেঘনা নদী আমাদের গ্রামের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা জেনেছি। আমাদের উচিত এর দূষণ প্রতিরোধ করা। তা না হলে সব মাছ মরে যাবে এবং আমরা পান করার জন্য কোনো পানি পাবো না।"

৫) "আজ আমরা দুই ধরনের উদ্ভিদ সম্পর্কে পড়েছি। শিক্ষক আমাদেরকে এই উদ্ভিদগুলো মাটিতে কী করে তা খুঁজে বের করতে বললেন। তখন আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য কোনটি ভাল এবং কেন। আমরা একমত হয়েছিলাম যে, দেশীয় উদ্ভিদই ভাল।"

৬) "আজকে গণিত ক্লাসে শিক্ষক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কোনটি বড় - দরজা নাকি জানালা? আমি বললাম দরজা। তখন তিনি আমাদেরকে রুলার দিয়ে তা মাপার জন্য নিয়ে গেলেন এবং আমরা একত্রে মেপে হিসাব-নিকাশ করলাম। প্রকৃতপক্ষে জানালাটি আকারে দরজার চেয়ে ২.৪ বগমিটার বড় ছিল।"

৭) "আজ বাংলা ক্লাশে আমরা মাঠে গিয়ে বানান নিয়ে একটি খেলা খেলেছি। শিক্ষক বর্ণমালার অক্ষরগুলো মাটিতে রেখে দিয়েছিলেন এবং আমাদেরকে দৌড়িয়ে গিয়ে অক্ষরগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন শব্দ বানাতে হয়েছিল। আমাদের দল খুব ভাল করেছিল। আমরা ৪টি তারা (স্টার) পেয়েছিলাম!"

৮) "ইংরেজি ক্লাসে আজ আমরা বিভিন্ন প্রাণীর নাম জেনেছি। আমরা সেই নামগুলো উচ্চারণ করেছি এবং খাতায় লিখেছি। তখন শিক্ষক আমাদেরকেযে কোন একটি প্রাণী পছন্দ করে তার ছবি আঁকতে বললেন - আমি একটি পাখি এঁকেছিলাম এবং তারপর আমরা সবাই মিলে একটি গান গেয়েছিলাম। ছবি আঁকা আমার কাছে ভাল লেগেছিল, কিন্তু জমিলার ভাল লেগেছিল গান!"

অধিবেশন ৪, সহায়ক তথ্য ৩: শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিকল্পনা

শিশুকেন্দ্রিক শিখন পরিকল্পনা

আপনার পাঠ্যবই থেকে একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ বেছে নিন। সুপারিশকৃত কাজগুলো লক্ষ্য করুন। নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন এবং নোট করুন। আপনার উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে তা কেন 'হ্যাঁ' তা নোটবুকে লিখুন। আপনার উত্তর 'না' হলে কীভাবে পাঠটি পরিবর্তন/উন্নত করা যায় তা লিখুন:

১) শিখনটি কি শিশুর জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত?

২) পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যময় কাজ আছেকি? (যেমন: নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, সৃজন, বিশেস্নষণ, মূল্যায়ন)

৩) বিভিন্নভাবে কথোপকথন/প্রতিক্রিয়া বিনিময় হয়কি? (যেমন: জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর - সবই গুরস্নত্বপূর্ণ)

৪) শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু শেখার সুযোগ আছেকি?

৫) আনন্দ করার সুযোগ আছে কি? (যেমন: খেলা বা গান গাওয়া)

৬) অধিক পারগ ও কম পারগ উভয় ধরনের শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিখনের জন্য শিক্ষকের কি বিভিন্নরকম উপায় আছে? (এ ক্ষেত্রে অধিক পারগ শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত (অপেক্ষাকৃত কঠিন) কাজ থাকতে পারে, অথবা দলগতভাবে কাজ করার সময় আপনি কম পারগকিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারেন।)

নোট: পাঠ্যবইয়ের সব কাজকে সম্পূর্ণভাবে শিশুকেন্দ্রিক করা সম্ভব নয়। যাই হোক, উপরের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় রেখে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে সাধারণত পাঠ্যবইয়ের অধিকাংশ কাজকেই আরও বেশি শিশুকেন্দ্রিক করা যেতে পারে। এর কিছুটা নির্ভর করে আপনি কী করছেন (পাঠ্য বিষয়) এবং বাকীটুকু আপনি কিভাবে করছেন তার উপর (শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যা করে থাকে)।

অধিবেশন ৪, সহায়ক তথ্য ৪: গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য নিয়ে এই টেবিলটি তৈরি করা হয়েছে। আপনি আরও অনেক পার্থক্যের কথা বলতে পারেন, সেগুলোও সঠিক।

শিশুকেন্দ্রিক নয়		শিশুকেন্দ্রিক শিখন
শিক্ষক হলেন জ্ঞানের উৎস, এবং তাঁর ভূমিকা হলো সেই জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তারণ করা।	**ক) শিক্ষকের ভূমিকা কী?**	শিক্ষক হলেন শিখন-সহায়তাকারী। তিনি শিক্ষার্থীকে শিখতে সহায়তা করেন।
শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ফাঁকা কাপ মনে করেন যা জ্ঞান দিয়ে পূরণ করতে হবে। শিক্ষক এই জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে ভুলে যান।	**খ) শিখন কীভাবে শিশুর জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়?**	শিশুরা ইতিমধ্যে যা জানে তার উপর ভিত্তি করেই শিখন সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষক বাস্তব জিনিস (যেমন: ফুল) ক্লাসে নিয়ে আসেন এবং স্থানীয় পরিবেশের উদাহরণ ব্যবহার করেন (যেমন: একটি দোকান যা সবাই চেনে)।
শিক্ষার্থীরা তথ্য বা ঘটনা শোনে, পুনরাবৃত্তি করে এবং মনে রাখে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে, তবে কখনও নিজেরা প্রশ্ন করে না।	**গ) শিক্ষার্থীরা কী ধরনের কাজ করে?**	শিক্ষার্থীরা পরীক্ষণ, অনুসন্ধান, সৃষ্টি, মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ করে। কাজগুলো সামাজিক এবং ব্যবহারিক। তারা খেলা, গান ও প্রশ্ন করার মাধ্যমে শেখে।
প্রত্যেক শিক্ষার্থী শুধুমাত্র শিক্ষকের সঙ্গে কথা বিনিময় করে। অনুশীলন বা কাজগুলো এককভাবে করতে হয়। তারা যদি পরস্পর কথা বলে তাহলে শাস্তি পেতে হয়।	**ঘ) শিক্ষার্থীরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে?**	শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময় সবাই মিলে, জোড়ায় এবং ছোট দলে কাজ করে, ধারণাবিনিময় করে এবং উত্তরগুলো আলোচনা করে। একক কাজের জন্যও সময় দেয়া হয়।
শিক্ষক মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পছন্দের প্রতিগুরুত্ব দেন না, সবাইকে একইভাবে শিখিয়ে থাকেন - যেমন: কোন পার্থক্য নেই।	**ঙ) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে সাড়া দেন?**	শিক্ষক পাঠদানে বিভিন্ন ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেককে আলাদাভাবে সহায়তা করেন।
শিক্ষক পাঠক্রম বা পাঠ্যবইকে সম্পৃক্ত করেন না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত শেখার সামর্থ্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সরাসরি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তারণকরা হয়।	**চ) শিক্ষক কীভাবে পাঠ পরিকল্পনা করেন?**	শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং শেখার সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম ও পাঠ্যবই সম্পৃক্ত করে থাকেন। শিক্ষক শিখনকে সহজতর করার জন্য শিক্ষার্থীর জগৎ এবং স্থানীয় পরিবেশ থেকে উদাহরণের কথা ভাবেন।
তথ্য এবং ঘটনাভিত্তিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদেরকে গ্রেড দেয়া হয়, তবে উন্নয়নের জন্য কোন পরামর্শ দেয়া হয় না। ফলাফল এবং যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক তার করণীয় পরিবর্তন করেন না।	**ছ) শিখন কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়?**	মূল্যায়নের মধ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, কুইজ এবং প্রকল্প-কাজ অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রত্যেক পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে শিক্ষক তা পরীক্ষ করেন এবং প্রয়োজনে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেভাবে সাজিয়ে নেন। গ্রেড-এর চেয়ে ফলাবর্তন প্রদানকে (যেমন: পরামর্শ) গুরুত্ব দেন।

অধিবেশন ৫, সহায়ক তথ্য ১: বাংলাদেশে শিক্ষণ উপকরণ

টেবিলের কলামগুলো পূরণ করুন। বক্স এর ভিতরে দেয়া শব্দগুলো দিয়ে শুরু করুন এবং তারপর আরও শব্দের কথা ভাবুন। সৃজনশীল হওয়ার কথাটি মনে রাখবেন।

বস্ন্যাকবোর্ড	**চক**	**পাঠ্যবই**	**পোস্টার**	**ডেস্ক**

শিক্ষোপকরণ যেগুলো আমাদের সবার ব্যবহার করার সুযোগ আছে	শিক্ষোপকরণ যেগুলো আমাদের অধিকাংশেরই ব্যবহার করার সুযোগ আছে	শিক্ষোপকরণ যেগুলো আমাদের কারও কারও ব্যবহার করার সুযোগ আছে	শিক্ষোপকরণ যেগুলো আমাদের কারোরই ব্যবহার করার সুযোগ নেই

অধিবেশন ৫, সহায়ক তথ্য ২: শিক্ষোপকরণ তৈরির আরও ধারণা

অধিবেশন ৬, সহায়ক তথ্য ১: পকেটবোর্ড কীভাবে বানাতে হয়

কাপড়ের ধরন

স্বল্পমূল্যের যে কোন কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে; সুতি, টেকসই/ধোয়া যায় এমন কাপড় হলে ভাল হয়। সাদা কিংবা অফ-হোয়াইট রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

কাপড়ের মাপ

পকেটবোর্ড তৈরির জন্য কাপড়ের মাপ হবে প্রস্থে ১.৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৩.৫ মিটার। নিচের চিত্রটি দেখুন।

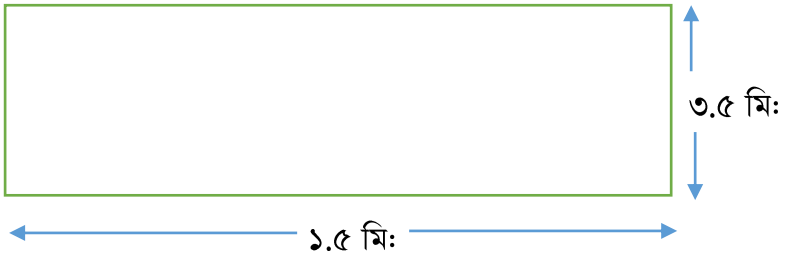

অন্যান্য বিবরণ ও পকেটবোর্ডের ব্যবহার

- ১০ সে: মি: প্রস্থ এবং ১৪ সে: মি: দৈর্ঘ্য মাপের 'পকেট কার্ড' যেন রাখা যায়।
- পকেটগুলো এমনভাবে সেলাই করতে হবেযাতে সহজেই কার্ডগুলো ঢুকানো এবং বের করা যায়।
- এটা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ধারণা শেখানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শব্দ লিখে বা ছবি এঁকে ফ্ল্যাশ কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- এতে ২০০টিরও বেশি পকেট থাকতে পারে।

পকেটবোর্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় তার নির্দেশনা

- উপর থেকে ২০ সে: মি: মাপুন এবং একটি সরলরেখা দিয়ে তা চিহ্নিত করুন।
- পর্যায়ক্রমে ৮ সে: মি: এবং ১২ সে: মি: আনুভূমিক রেখা আঁকুন। নির্দেশিকা হিসেবে নিচের চিত্রটি ব্যবহার করুন:

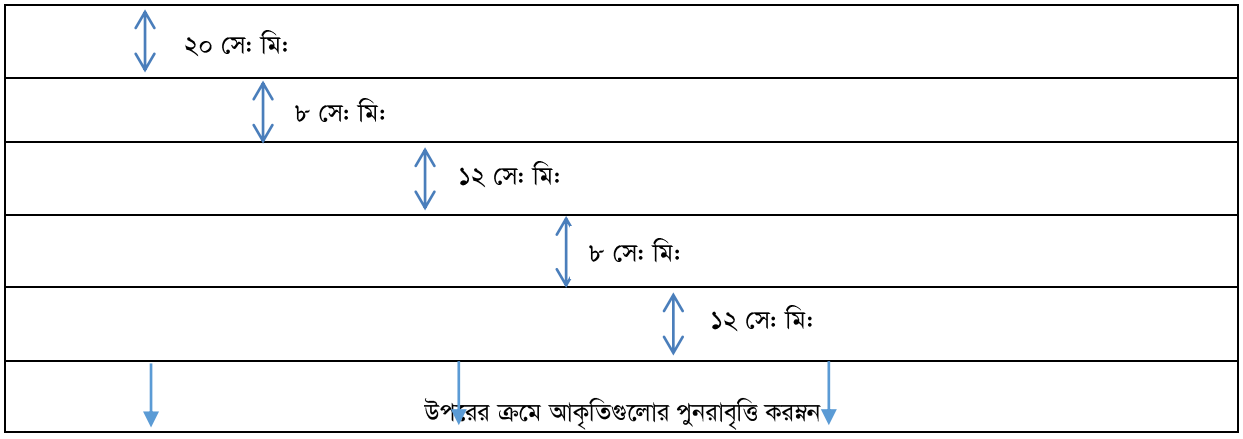

- যখন ৮ সে: মি: এবং ১২ সে: মি: সবগুলো রেখা আঁকা হয়ে যাবে ...

❖ ৬ সে: মি: গভীর পকেট তৈরি করার জন্য ১২ সে: মি: অংশগুলোকে অর্ধেক আকারে ভাঁজ করুন। পকেটের ভাঁজের মধ্যে সর্বমোট দৈর্ঘ্য হবে (৮+৬=) ১৪ সে: মি:; নিচে যেভাবে দেখানো হলো:

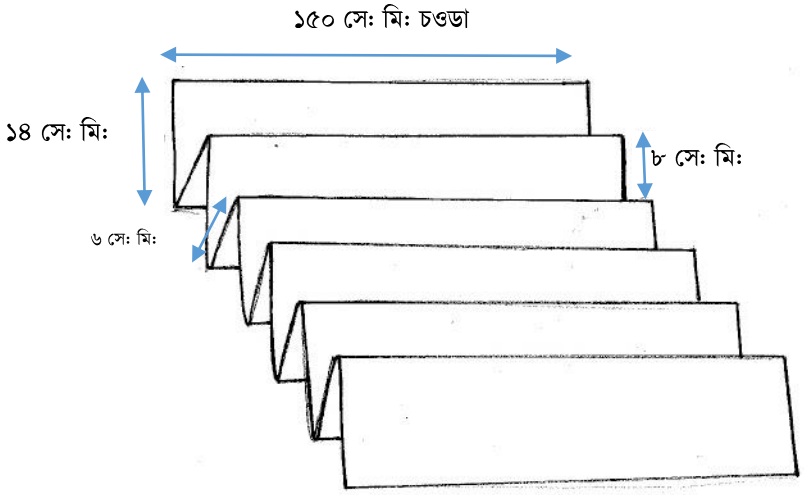

❖ অনুভূমিক ভাঁজগুলো করা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন খাড়া রেখাগুলো পরিমাপ করুন। প্রথম একপাশ থেকে ৫ সে: মি: মাপুন এবং পর্যায়ক্রমে ১২ সে: মি: মাপুন। নিচে দেখুন:

৫ সে: মি:	১২ সে: মি:	১২ সে: মি:	১২ সে: মি:	১২ সে: মি:, ইত্যাদি

❖ তারপর পকেটগুলোকে আলাদা করার জন্য খাড়া রেখাগুলো সেলাই করুন।

❖ উপরে কিংবা তলায় ফিতা/সুতলি লাগান যাতে আপনি পকেটবোর্ডটি পাঠদান করার সময় ক্লাসে ঝুলিয়ে দিতে পারেন।

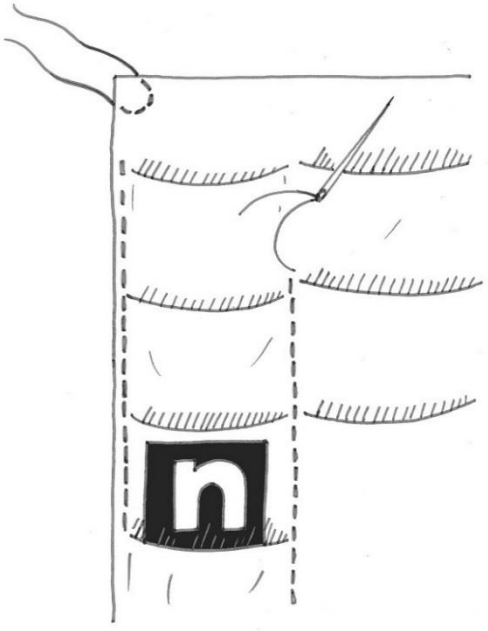

আপনার পক্ষে যদি কাপড় কেনা সম্ভব না হয় তাহলে একটি উপায় আছে:

ফেলে রাখা চাউলের বস্তা জোড়া দিয়ে এবং বস্তার গায়ে আনুভূমিকভাবে সারি সারি কাপড় সেলাই করে লাগিয়ে পকেটবোর্ড তৈরি করা যায়।

অধিবেশন ৬, সহায়ক তথ্য ২: পকেটবোর্ড তৈরি ও ব্যবহার

বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ পকেটবোর্ড তৈরি করছেন

রোয়ান্ডাতে একজন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা পকেটবোর্ড ব্যবহার করছেন

অধিবেশন ৭, সহায়ক তথ্য ১: একটি পরীক্ষা

পরীক্ষা

- এটি একটি পরীক্ষা
- কথা বলা যাবে না
- শুধু কলম ব্যবহার করবেন
- ডান দিকের বাক্সে স: (সত্য) বা মি: (মিথ্যা) লিখুন
- আপনার সময় মাত্র ৩ মিনিট

উক্তি	স: নাকি মি:
১. মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য ভুলগুলো বুঝিয়ে না দিলে ঐ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের কোনো উপকারে আসে না।	
২. মূল্যায়নকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রত্যেক মূল্যায়নে নম্বর পাওয়া উচিত।	
৩. শিক্ষার্থীরা তার নিজের কিংবা তার সহপাঠীর কাজ মূল্যায়ন করতে পারে।	
৪. শিক্ষার্থীরা যে কাজ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে বা শুনেও মূল্যায়ন করা যায়।	
৫. প্রত্যেক পাঠ শেষে ঐ পাঠে যতগুলো শিখনফল আছে তা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কি না তা যাচাই করা উচিত।	

অধিবেশন ৭, সহায়ক তথ্য ২: শিশুকেন্দ্রিক পাঠের মূল্যায়ন

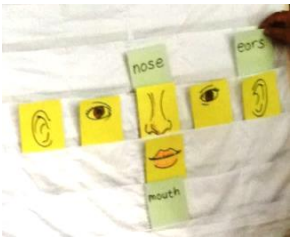

এই কর্মশালার প্রথম দিন শিশুকেন্দ্রিক পাঠের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনার কি কি মনে আছে? আপনার সহায়তার জন্য নিচে দেয়া পাঠ-কাঠামোটি ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। স্তম্ভগুলোর নোট নিন এবং পাশাপাশি শিক্ষক কেমন করেছিলেন তাও আলোচনা করুন।

১. শিক্ষক কখন এবং কীভাবে পাঠের শিখনফলের বিষয়গুলো পরিস্কার করেছিলেন?
২. পাঠের কখন এবং কীভাবে শিক্ষক আপনার কথা বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করেছিলেন?
৩. পাঠের কখন এবং কীভাবে শিক্ষক আপনার লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করেছিলেন?
৪. আপনি কখন এবং কীভাবে আপনার নিজের এবং আপনার সাথীর কাজ মূল্যায়ন করেছিলেন?
৫. পাঠের শেষে কখন এবং কীভাবে শিক্ষক শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন করেছিলেন?
৬. আপনি কখন এবং কীভাবে আপনার কাজের উপর শিড়াকের মতামত (ফিডব্যাক) পেয়েছিলেন?
৭. আপনি কি আপনার কাজের উপর কোনো গ্রেড পেয়েছিলেন? আপনি কি গ্রেড পাওয়াটা প্রয়োজন মনে করেন?

পাঠের কাঠামো

স্তম্ভ	কাজ
১	পাঠের পরিচিতি দিন এবং 'আমি পারি' উক্তি আকারে সফলতার (শিখনফলের) মানদন্ড উপস্থাপন করুন: আমি আমার দেহের ৮টি অঙ্গের নাম ইংরেজিতে বলতে পারি, আমি একটি সুন্দর গান গাইতে পারি, ইত্যাদি।
২	স্পষ্টভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করে গানটি দুইবার করুন: 'মাথা, কাঁধ, হাঁটু ও পায়ের আঙ্গুল।' প্রথমবার শিক্ষার্থীরা শুধু শুনবে, দ্বিতীয়বারের সময় ওরা যোগ দিবে।
৩	দেহের ৪টি অঙ্গ দেখান এবং সেগুলোর নাম বলুন। শিক্ষার্থীদেরকেও দেখাতে এবং নাম বলতে বলুন।
৪	শিক্ষার্থীরা জোড়ায় চর্চা করবে। যেমন: 'তোমার হাঁটু স্পর্শ কর।' সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করুন যে ওরা শব্দগুলো বুঝতে পেরেছে এবং কথ্য ভাষা চর্চা করছে।
৫	'চোখ, কান, মুখ, নাক'-এর উলেস্নখ করে আবার গান করুন। শিক্ষার্থীরা অনুকরণ এবং পুনরাবৃত্তি করবে।
৬	শেখান: 'তোমার কান, চোখ স্পর্শ কর', ইত্যাদি। 'তোমার নাক স্পর্শ কর', ইত্যাদি করার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ডাকুন।
৭	শিক্ষার্থীরা জোড়ায় চর্চা করবে। যেমন: 'তোমার নাক, কান, ইত্যাদি স্পর্শ কর'। সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করুন যে ওরা শব্দগুলো বুঝতে পেরেছে এবং কথ্য ভাষা চর্চা করছে।
৮	মুখের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য পকেটবোর্ডে রাখা ফ্ল্যাশকার্ড দেখান।
৯	বিভিন্ন রকম কার্ড নিন। শব্দটি বলুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তা ছবির সঙ্গে মিলাতে দিন।
১০	পরীক্ষা করুন শিক্ষার্থীরা ছবি না দেখেই শব্দগুলো বলতে পারছে। সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন যে সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।
১১	অন্য শ্রেণি থেকে আত্ম প্রতিকৃতির(নিজের ছবি আঁকার) দু'টি উদাহরণ দেখান। শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করুন ওরা নিজের ছবি আঁকতে চায় কিনা।
১২	কাগজ-কলম বিতরণ করুন এবং ওদেরকে শুরু করতে দিন। সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন যে ওরা সঠিকভাবে শব্দগুলো লিখতে পারছে। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
১৩	শিক্ষার্থীরা সাথীকে তাদের আঁকা ছবি দেখাবে ও ব্যাখ্যা করবে ওরা কি এঁকেছে। সাথীর আঁকা ছবির উপর মন্তব্য করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করুন।
১৪	সকল শিক্ষার্থীর কাজের প্রশংসা করুন এবং জিজ্ঞেস করুন আপনি তাদের ছবি তুলতে পারেন কিনা। আপনি কিছু উপদেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন কিনা জানতে চান।
১৫	প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠের শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন - প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করুন: 'এটা কী?' 'আমরা কী শিখতে পারলাম?' ইত্যাদি।
১৬	উপদেশসহ ছবিগুলো পরবর্তীদিন শিক্ষার্থীদেরকে ফিরিয়ে দিন।

অধিবেশন ৮, সহায়ক তথ্য ১: সাহায্য করুন!

ক) দলীয়ভাবে কাজ করা যায় না, কারণ শেণিকক্ষে অনেক বেশি শিক্ষার্থী, কিন্তু জায়গা কম। আমাদের স্কুলে আমরা কার্যকরভাবে দলীয় কাজ পরীবিড়াণ করতে পারি না। শিক্ষার্থীরা যদি সারিবদ্ধভাবে না বসে তাহলে শ্রেণিকক্ষে জটলা হয়ে যায়, তখন ক্লাসের মধ্যে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যখন কোন কিছু আলোচনা করতে বলি তখন গোলমাল আরও বেড়ে যায়।

খ) অনুপস্থিতি খুব বেশি
যদিও আমাদের অনেক শিক্ষার্থীই পাঠে উপস্থিত থাকে, তারপরও অনেকে থাকে না। তার অর্থ হলো এই যে, যারা পাঠে অনুপস্থিত থাকে তারা পরবর্তী পাঠগুলো বুঝতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা ক্লাসে একসঙ্গে বসে, নতুন পাঠ বুঝতে পারে না এবং কখনও কখনও একঘেয়েমিতে আক্রান্ত্ম হয় এবং পাঠে অমনোযোগী হয়।

গ) আমাদেরকে অনেকগুলো ক্লাস নিতে হয় যার ফলে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট সময় থাকে না।
আমাদের স্কুলে শিক্ষক-স্বল্পতা আছে। ফলে আমাদের যতগুলো ক্লাস নেয়া উচিত তার চাইতেও বেশি ক্লাস নিতে হয়। আমাদের উপকরণ তৈরি করার সময় নেই এবং নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করারও সময় নেই।

ঘ) আমরা সবসময়ই কিছু কিছু পাঠ বুঝতে পারি না।
আমাদের স্কুলে কখনও কখনও যে পাঠ আমাদেরকে শেখাতে হয় সেগুলো বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত উপরের শ্রেণিতে। আমরা নিজেরাই যা বুঝি না তা শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে শিখাবো?

ঙ) দলীয় কাজ চলাকালে এককভাবে কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়।
আমাদেরকে এককভাবে অনেক কাজ করতে হয়। কোন শিক্ষার্থী কেমন করছে তা আমরা ভালভাবেই দেখতে পাই এবং আমরা অনেক ভালভাবেই শিখন মূল্যায়ন করতে পারি। কিন্তু এখন এটা কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ, দলের মধ্য থেকে কোন শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারছে আর কে ভুল উত্তর দিচ্ছে তা জানা বেশ মুশকিল হয়ে গেছে।

অধিবেশন ৮, উপকরণ ২: একক কাজ, জোড়ায় কাজ, নাকি দলীয় কাজ?

আপনার প্রশিক্ষক আপনার জন্য উদাহরণ যোগাবেন।

সহযোগিতামূলক শিখন তখনই কার্যকর হয় যখন আপনি মনে করেন যে তা করার প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি প্রতিটি পাঠে বিভিন্ন ধরনের একক কাজ, জোড়ায় কাজ এবং দলীয় কাজও থাকতে পারে। এখানে কিছু নির্দেশনা দেয়া হলো:

পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধরন	উদাহরণ
১) একক কাজ নিচের পরিস্থিতিগুলোতে একক কাজ দিন: • যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কোনো দক্ষতা চর্চা করতে চায়; • যখন আপনি চান তারা কিছু লিখুক বা আঁকুক যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একান্ত নিজস্ব; • যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী যোগাযোগ করার আগে চিন্তা করতে চায়।	
২) জোড়ায় কাজ নিচের পরিস্থিতিগুলোতে জোড়ায় বা তিনজনকে কাজ দিন: • যখন কোন অনুশীলন কিছু শিক্ষার্থীর জন্য এককভাবে করা কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে; • আপনি যখন চাইবেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কথা বলার দক্ষতা চর্চা করুক; • এককভাবে কাজ করার পর শিক্ষকের সংশোধনী পাওয়ার আগে তারা একে অন্যের খাতা চেক করার মাধ্যমে নিজেরা উপকৃত হবে।	
৩) দলীয় কাজ নিচের পরিস্থিতিগুলোতে দলীয় কাজ দিন: • যখন শিক্ষার্থীরা প্রথমবারের মত কোন নতুন দক্ষতা শেখার চেষ্টা করছে, যেমন: গাণিতিক কোন কাজ; • যখন ওরা কোন কিছু আলোচনা করতে চায়, বিশেষত যদি জটিল চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়; • যখন শিক্ষার্থীরা একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন বিষয় নিয়ে কাজ করছে; • যখন শিক্ষার্থীরা একে অপরের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।	

চিন্তা, জোড়া, আলোচনা: ছোটদল থেকে বড়দলে

যখন আপনি চান যে, শিক্ষার্থীরা কোনো একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুক তখন চিন্তা, জোড়ায় ও আলোচনা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম তারা নিজেদের উত্তর নিয়ে ভাববে, তারপর তাদের সঙ্গীকে বলবে, তারপর হয় তারা তাদের দলে নয়তো ক্লাসে আলোচনা করবে।

ত্রিমুখী শিখন (Traingular Learning): বড়দল থেকে ছোটদলে

সম্পূর্ণ ক্লাস মিলে গণিতের কোনো একটি নতুন কাজ করার পর প্রথমে তাদেরকে ছোটদলে দু'টি উদাহরণ দিতে বলুন। তারপর ওরা জোড়ায় আরও দু'টি উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করতে পারে, এবং তারপর তারা এককভাবে কাজটি করতে পারে। এটি পৃথকীকরণের সুযোগ দেয় এবং এতে সবল শিক্ষার্থীরা প্রথমে করার সুযোগ পায় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে করার আগে তাদের কাছ থেকে শিখে নিতে পারে।

অধিবেশন ৮, সহায়ক তথ্য ৩: সমস্যা সমাধানে পরামর্শ

ক) দলীয়ভাবে কাজ করা যায় না, কারণ শ্রেণিকক্ষে অনেক বেশি শিক্ষার্থী কিন্তু জায়গা কম।

নিজের জায়গায় বসেই শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কিংবা তিনজনের একটি দলে কাজ করতে পারে। এগুলোই হলো দলীয়ভাবে কাজ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আপনি যদি শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে বড় দলে দীর্ঘমেয়াদী একটি কাজ বা কোনো প্রজেক্ট-ওয়ার্ক করতে চান তাহলে মনে রাখবেন শ্রেণিকক্ষের বাইরে জায়গা থাকলে

সেখানে শিক্ষার্থীরা ছোটদলে একসঙ্গে বসতে পারে। হৈচৈ এর ক্ষেত্রে, এটি একটি ভাল দিকও হতে পারে- হৈচেএর অর্থই হলো যোগাযোগ, এবং শিক্ষার্থীরা যদি কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে যোগাযোগের অর্থ হলো শিখন। যদি তা অন্যান্য শ্রেণির কাজ ব্যাহত করে তাহলে লক্ষ্য করুন প্রথমে কোন কোন শিক্ষার্থী উচ্চস্বরে কথা বলছে এবং তাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে বলুন যেন আস্তে কথা বলে।শিক্ষার্থীরা চায় যেন সবার শোরগোল ছাপিয়ে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ফলে গোলমাল ক্রমশঃ বেড়েই চলে। তাই, ক্লাসের সবার উদ্দেশ্যে না বলে শুধুমাত্র ঐ শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে আপনি পুরো হৈচেএর স্বরকেই আরও কার্যকরভাবে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

আমাদের দেয়া সমাধানের বাইরে অন্য কোনো সমাধান (যদি থাকে):

খ) অনুপস্থিতি খুব বেশি

সব শিশুই শিখতে চায়। কিন্তু ঘরে বাধা (যেমন: গৃহস্থালী কাজ) এবং স্কুলে অসুবিধা অনুপস্থিতি বাড়িয়ে তোলে। প্রথম পরামর্শ হলো আরও বেশি শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকে আরও আনন্দময় ও সহজগম্য করে তোলা। কিন্তু এর প্রভাব পড়তে সময় লাগবে। দ্বিতীয় পরামর্শ হলো - মনে রাখবেন প্রত্যেক অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর নিজস্ব সমস্যা থাকতে পারে এবং তারা সমাধানও ভিন্নভাবে চাইতে পারে। বিরতির সময় বা স্কুল ছুটির পর যে সকল শিক্ষার্থী কম উপস্থিত থাকে তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলুন এবং পরামর্শ দিন - তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন না, বুঝতে দিন যে আপনি তাদেরকে নিয়ে ভাবেন এবং সমস্যাগুলো বোঝেন। এ রকম শিক্ষার্থীরা যখন ক্লাসে ফিরে আসে তখন তাদেরকে স্বাগত জানান।

শিক্ষার্থীরা প্রায়ই নতুন পাঠ বোঝার আগে পূর্বের অধিবেশন থেকে কি কি শিখেছে তা বলতে এবং করে দেখাতে চায়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের পাঠ কোন একটি পর্যালোচনামূলক কাজ দিয়ে শুরচ করা উচিত যেখানে শিক্ষার্থীরা আগে কি শিখেছে তা মনে করতে পারে। এ কাজটি করার খুব সহজ ও কার্যকর উপায় হলো তাদেরকে ৩ থেকে ৪ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন, বোর্ডে পর্যালোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখুন এবং তাদেরকে ৫ থেকে ১০ মিনিট ঐ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে দিন। এটা নিশ্চিত করুন

যেসব শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল তারা যেন যারা উপস্থিত ছিল তাদের সঙ্গে বসে (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যাদের প্রতি আস্থা আছে)। এটা সব শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠ বুঝতে সহায়তা করবে।

আমাদের দেয়া সমাধানের বাইরে অন্য কোন সমাধান (যদি থাকে):

গ) আমাদেরকে অনেকগুলো ক্লাস নিতে হয় যার ফলে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট সময় থাকে না।

উপকরণ তৈরিতে অনেক সময় এবং উদ্যমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে এগুলো তৈরি করার সময় আপনি শিক্ষার্থী এবং জনসমাজের সহযোগিতা পেতে পারেন। যেমন: স্কুলের ছুটির দিনগুলোতে আপনি একটি 'কর্ম সপ্তাহ' আয়োজন করতে পারেন। কর্ম সপ্তাহের সময় জনসমাজের সবাই শ্রেণিকক্ষ রং করা, পকেটবোর্ড ও পোস্টার তৈরিতে একযোগে কাজ করতে পারেন। তা ছাড়াও ঘরের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং স্থানীয় বাজার থেকে সংগৃহিত ফেলে দেয়া জিনিস দিয়ে স্বল্পব্যয়ী/বিনামূল্যের উপকরণ তৈরি করতে পারেন। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে কাজের বোঝা কমে যায় (দশের লাঠি একের বোঝা)।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ের ব্যাপারে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনে রাখবেন, আপনার পাঠদান প্রক্রিয়ার সবকিছু রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলার প্রয়োজন নেই। আপনি যেসব চিন্তাভাবনা বেশি পছন্দ করছেন সেগুলো দিয়ে শুরু করুন; সপ্তাহে ১টি বা ২টি। প্রথম সেগুলো চেষ্টা করবেন প্রিয় কোন ক্লাসে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি সম্পর্কে তারা কী ভাবছে।

আমাদের দেয়া সমাধানের বাইরে অন্য কোন সমাধান (যদি থাকে):

ঘ) আমরা সবসময়ই কিছু কিছু পাঠ বুঝতে পারি না।

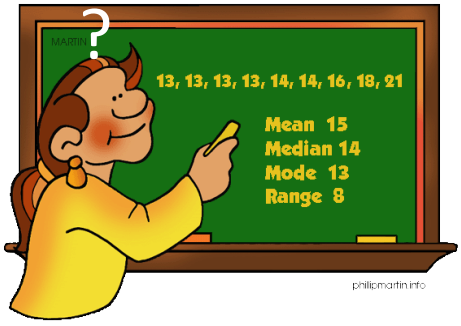

আপনি যা যা বুঝতে পারেন না সেগুলো চিহ্নিত করে তার একটি তালিকা তৈরি করুন (যেমন: ভগ্নাংশ, জ্যামিতি, বড় সংখ্যার ভাগ, ইত্যাদি) এবং সেই তালিকা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করুন। যদি তিনি ব্যাখ্যা করতে না পারেন তাহলে তিনি আপনার সমস্যাগুলো এবং প্রশিক্ষণের চাহিদার কথা মনে রাখবেন। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের উপর স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের একটি সহজ সমাধান হলো আপনার নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতা

নেয়া যেখানে কোন কোন শিক্ষক থাকবেন যারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।আপনি চাইলে মাসে একবার কিংবা দু'বার সান্ধ্যকালীন বা শনিবারের ক্লাস আয়োজন করতে পারেন যেখানে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অনেক শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক দলে শিখতে পারেন (যেমন: গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইত্যাদি)। বিদ্যালয় সম্ভবত এই সান্ধ্যকালীন ক্লাসের ব্যয়ভার বহন করতে পারে, অথবা পিটিএ এ ক্ষেত্রে কিছু সহযোগিতা করতে পারে।

আমাদের দেয়া সমাধানের বাইরে অন্য কোন সমাধান:

ঙ) দলীয় কাজ চলাকালে এককভাবে কোন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা আমাদের কাছে কঠিন মনে হয়।

প্রথমত এই কথাটি মনে রাখবেন যে, মূল্যায়নের চেয়ে শিখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটিও মনে রাখবেন যে, গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও (গাঠনিক মূল্যায়ন) সব শিক্ষার্থীকেই আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রত্যেক পাঠের শেষে শিখন যাচাইয়ের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন ওরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং পরবর্তী পাঠে কি পড়াতে হবে। প্রত্যেক দলের সাদামাটাভাবে অর্জিত ধারণা যাচাই করার জন্য আপনি সতর্কতার সঙ্গে দলীয় কাজও পরীবিড়্গাণ করতে পারেন এবং কোন একটি কাজের পর মিনিবোর্ড ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে নম্বর দিতে চান তাহলে মনে রাখবেন সাথী-মূল্যায়ন (যেখানে শিক্ষার্থী সাথীর কুইজ বা পরীক্ষায় ভুলগুলো শুধরে দেয়) খুব দ্রুত ও কার্যকর যেখানে নম্বর দেয়ার জন্য প্রশ্নগুলো খুব সহজ (যেমন: প্রশ্ন পড়ার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা বলা কিংবা অঙ্কের যোগ)।এটা শিক্ষার্থীদেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

আমাদের দেয়া সমাধানের বাইরে অন্য কোন সমাধান(যদি থাকে) :

অধিবেশন ৯, রিসোর্স ১: আনন্দময় শ্রেণিকক্ষের ছবি

অধিবেশন ৯, রিসোর্স ২: আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ

একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তা নিয়ে একটি আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে থাকেন। এর মধ্যে আছে ওয়ার্ড কার্ড, পিকচার কার্ড এবং নাম্বার কার্ডসহ পকেটবোর্ড। শিক্ষার্থীদের লেখার জন্য বস্ন্যাকবোর্ড-পেইন্ট দিয়ে দেয়াল রং করা হয় (নিচে দেখুন), দেয়ালের উপরের অংশটি পোস্টার দিয়ে পূর্ণ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য লানিং কর্নারে স্বল্পমূল্যের/বিনামূল্যেও সংশিস্নষ্ট শিক্ষণ-শিখন উপকরণ প্রদর্শন করা থাকে।

পকেটবোর্ড

পকেটবোর্ড হলো কাপড়ের তৈরি ২০০টিরও বেশি পকেটসহ একটি স্বল্প মূল্যের বহুমুখী শিক্ষণ-উপকরণ। এটা বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদেরকে গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং ভাষা শেখানোর কাজে বিভিন্ন রকম উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুকেন্দ্রিক শিখনে পকেটবোর্ড একটি মূল উপকরণ, কারণ, এটা যে কোন জায়গায় (শ্রেণিকক্ষে কিংবা বাইরে) ব্যবহার করা যায়, এটা সহজে বহনযোগ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজে কথোপকথন ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ তৈরি করা যায়। এটা কাগজ, কার্ডবোর্ড, চাউলের বস্ত্মা কিংবা শক্ত কোন পাত (সিট) দিয়েও তৈরি করা যায়।

ওয়াল চকবোর্ড

সকল শিক্ষার্থীর জন্য ওয়াল চকবোর্ড হলো সাক্ষরতা, সংখ্যা এবং আঁকা শেখার একটি ব্যবস্থা। বস্ন্যাকবোর্ড-পেইন্ট বা স্থানীয়ভাবে তৈরি রং (কয়লার গুড়া, আঠা এবং পানি বা প্যারাফিন মিশিয়ে তৈরি করা) দিয়ে শ্রেণিকক্ষের দেয়াল মেঝে থেকে ১ সে: মি: উচ্চতায় রং করা হয়। লেখা কিংবা আঁকা চর্চার প্রয়োজনে প্রত্যেক শিশুকে দেয়ালে ৩০ সে: মি: জায়গা এবং কিছু চক দেয়া হয়। এটা ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপকারী। ব্যক্তিগত স্লেট বা মিনিবোর্ডের মতই ওয়ালবোর্ড শিক্ষকগণকে এককভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনিটর ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সহায়তা করতে সাহায্য করে।

পোস্টার

একটি উদ্দীপনাময়শ্রেণিকক্ষে দেয়ালের উপরিভাগ উজ্জ্বল এবং রঙিন পোস্টার দিয়ে ভরা থাকে। অনেকগুলো পোস্টারই স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে যেগুলো শিক্ষার্থীদেরকে গুরম্নত্বপূর্ণ তথ্য, প্রতীক, ধারণা বা সম্পর্ক মনে রাখতে সাহায্য করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্ণমালা, সংখ্যার ছক, সাধারণ প্রশ্ন, মানচিত্র ও ডায়াগ্রাম, মানবদেহ বা পানি-চক্র। একটি জায়গা থাকবে যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তৈরি কাজগুলো সাজিয়ে রাখবেন এবং এই কাজগুলো নিয়মিতভাবে পরিবর্তন করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আরও কাজের মাধ্যমে তাদের শ্রেণিকক্ষকে আনন্দময় করে তুলতে আগ্রহী হয়।

লার্নিং কর্নার

উপরের উদ্যোগগুলোর বাইরেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন স্বল্প মূল্যের বা বিনামূল্যের উপকরণ যেমন: কাঠি, নুড়ি, বোতলের মুখ, পুরনো পত্রিকা, প্যাকিং বাক্স, টিনের ক্যান, ফুল, পাতা, ফ্ল্যাশকার্ড, বিগবুক এবং আরও অনেক রকম পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন নমুনা ও ছাঁচ (যেমন: বোতলের মুখ বা কাদা দিয়ে তৈরি অ্যাবাকাস; পুরনো ম্যাচের বাক্স দিয়ে তৈরি ভ্যালু-বক্স) দিয়ে উচ্চমানের শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। এসব শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য আনন্দময় শ্রেণিকক্ষের লানিং কর্নারে রাখা হয়।

অধিবেশন ৯, সহায়ক তথ্য ৩: একটি আনন্দময় কার্যক্রম (চ্যালেঞ্জ)

আজ দুপুরের বাকি সময়টুকু আপনি শ্রেণিকক্ষকে আনন্দময় করার কাজে ব্যয় করবেন। ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে আপনি শ্রেণিকক্ষের জন্য শিক্ষোপকরণ তৈরি করা শুরচ করবেন। তবে প্রথমে আপনাকে নিচের বিষয়গুলোতে অবশ্যই সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ করতে হবে:

১. ডেস্কগুলো কীভাবে সাজানো আছে তা লক্ষ্য করন্নন। আপনি এগুলোকে শিশুকেন্দ্রিক করার জন্য আরও কিভাবে উপযোগী করে তুলতে পারেন?
২. দেয়ালের দিকে তাকান। স্থায়ীভাবে সেখানে কোন পোস্টারগুলো লাগানো যায় বলে আপনি মনে করেন? শিক্ষার্থীদের কাজ সাজিয়ে রাখার জন্য প্রদর্শন বোর্ড রাখার সবচেয়ে ভাল জায়গা কোনটি? শিক্ষার্থীরা কি ওয়াল চকবোর্ড ব্যবহারের সুযোগ পাবে?
৩. শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে তাকান। চকবোর্ডটি কি ভাল অবস্থায় আছে? পকেটবোর্ডটি কোথায় ঝুলানো যায় যাতে সব শিক্ষার্থী তা দেখতে ও ব্যবহার করতে পারে?
৪. আপনি কোথায় একটি লার্নিং কর্নার তৈরি করতে পারেন? শিক্ষোপকরণগুলো কীভাবে প্রদর্শন করা যেতে পারে?
৫. শ্রেণিকক্ষকে আরও বেশি শিখন-উপযোগী করে তোলার জন্য অন্যান্য আরও বিষয়কে বিবেচনায় নিন: সেখানে কি পর্যাপ্ত আলো আছে? শ্রেণিকক্ষে কি বাতাসের চলাচলের সুব্যবস্থা আছে? মেঝে কি পরিস্কার করতে হবে?

২০-৩০ মিনিটের মধ্যে এটা করতে হলে আপনি হয়তো ছোট দলে ভাগ করে নিতে চাইবেন, প্রত্যেকটি দল উপরের ৫টি বিষয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন একটি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এখনই শিক্ষোপকরণ বা পোস্টার তৈরির কাজ শুরন্ন করবেন না - এ পর্যায়ে আপনি শুধুমাত্র পরিকল্পনা করছেন।

অধিবেশন ১০, সহায়ক তথ্য ১: শিক্ষোপকরণের ধারণা
সাধারণ উপকরণ কীভাবে শিখনকে আনন্দদায়ক ও সক্রিয় করে তোলে?

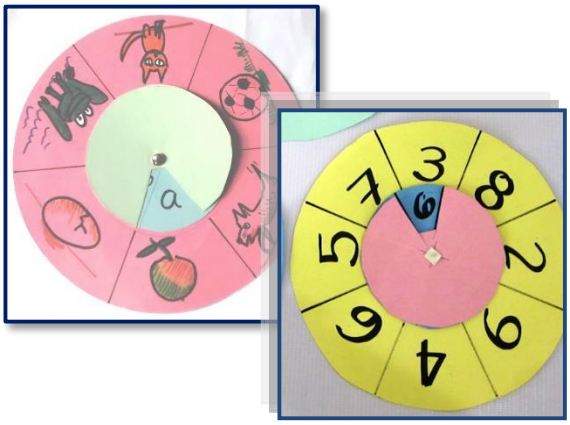

শিখন-চাকা (লার্নিং হুইল): শিখন-চাকা একটি সুবিধাজনক শিক্ষোপকরণ যা শুধুমাত্র কার্ড বা কাগজ দিয়ে তৈরি করা যায়। সহজে কার্ড বা কাগজগুলো সুই-সুতা দিয়ে জোড়া দেয়ার মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয়। এটা গণিতে (যেমন: যোগ এবং গুণ), ইংরেজিতে (যেমন: বিপরীত, ছবি এবং শব্দ মিলানো) এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান/সমাজ বিজ্ঞানে (যেমন: ধরন, কার্যকারণ) ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুরা তাদের জ্যামিতির দক্ষতা ব্যবহার করে নিজেরাই এগুলো বানাতে পারে, তারপর ওগুলো নাড়াচাড়া করতে পারে এবং এর মধ্য দিয়েই ওরা আনন্দের মাধ্যমে শিখতে পারে।

মুখোশ ও পুতুল: শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীলতা আনা হলেমুখোশ (কার্ড বা পস্নাস্টিক দিয়ে তৈরি) ও পুতুলের (মোজা বা কাগজের ঠোঙা দিয়ে তৈরি) ব্যবহার শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা, চিন্তার প্রক্রিয়া ও সামাজিক বিষয় শিখতে সক্ষম করে তোলে।

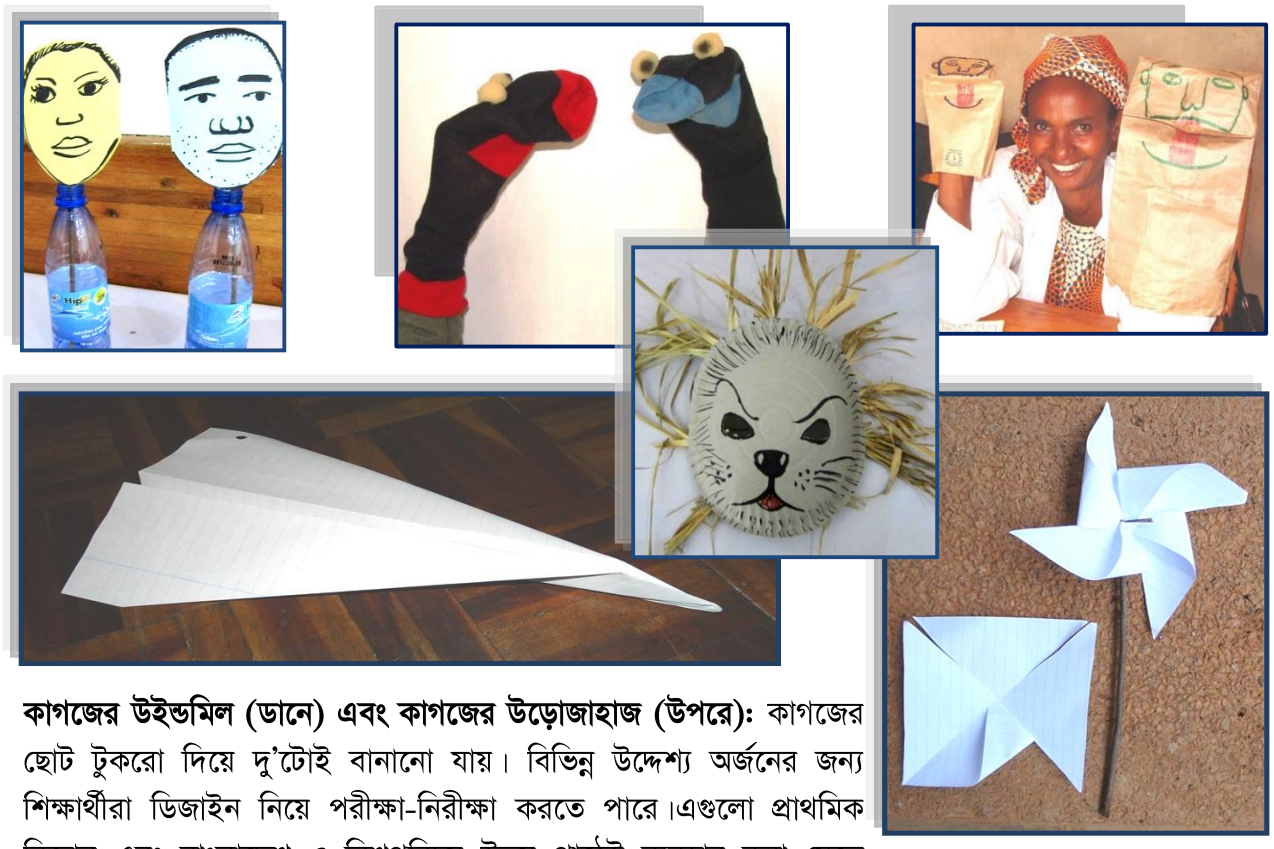

কাগজের উইন্ডমিল (ডানে) এবং কাগজের উড়োজাহাজ (উপরে): কাগজের ছোট টুকরো দিয়ে দু'টোই বানানো যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে।এগুলো প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় উভয় পাঠেই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা দিনের শেষে এগুলো দিয়ে খেলার জন্য বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে।

অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ২: লার্নিং কর্নারের জন্য উপকরণ কীভাবে তৈরি করতে হবে

শিখন-চাকা(লার্নিং হুইল)কীভাবে বানাতে হয়

যা প্রয়োজন হবে:কার্ড বা মোটা কাগজের ২টি ছোট বৃত্ত (৫ সে: মি: ব্যাস) এবং একটি বড় বৃত্ত (১০ সে: মি: ব্যাস), বিভিন্ন রকম রং এবং এগুলোকে যুক্ত করার জন্য সুতা।

১. বৃত্তগুলোর মাঝখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে সরলরেখা টানুন যাতে সমান ২ ভাগে ভাগ হয় (অর্থাৎ, ৪, ৬, বা ৮)।
২. প্রত্যেক ভাগে বিভিন্ন তথ্য (যেমন: সংখ্যা, অক্ষর, নিচে দেয়া ধারণা দেখুন) লিখুন। একটি ছোট বৃত্ত ফাঁকা রাখুন। এই ফাঁকা বৃত্তটিকে বলা হয় নির্দেশক চাকা।
৩. নির্দেশক চাকার একটি অংশ কেটে নিন, তবে মাঝখান দিয়ে নয়।
৪. সেলাই করে বা পিন দিয়ে তিনটি বৃত্তকে নির্দেশক চাকার উপরের অংশে জোড়া দিন (সুইসুতা ব্যবহার করলে ভাল হয়), যাতে অপর ছোট বৃত্তটি পাশে থাকে এবং বড় বৃত্তটি নিচে থাকে।
৫. ৩টি ছোট বৃত্ত যেন আলাদাভাবে ঘুরানো যায় যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে মিলাতে পারে।

ধারণা

- ছোট চাকার উপর সংখ্যার প্রতীক লিখুন (যেমন: ২) এবং বড় চাকার উপর শব্দ লিখুন (যেমন: দুই)।
- ছোট চাকার উপর শহরের নাম লিখুন (যেমন: টোকিও) এবং বড় চাকার উপর দেশের নাম লিখুন (যেমন: জাপান)
- ছোট চাকার উপর পশুর নাম লিখুন (যেমন: কুকুর) এবং বড় চাকার উপর তার ছবি আঁকুন।

উইন্ডমিল কীভাবে বানাতে হয়

যা প্রয়োজন হবে:একটি ছোট চারকোনা কাগজ (৫ সে: মি:), একটি ধারালো কাটা (একাশিয়া বা পাম) এবং একটি ১০ সে:মি: কাঠি।

১. কাগজটিকে কোণাকুণিভাবে ভাঁজ করচন যাতে কোণ তৈরি হয়।
২. কেন্দ্র থেকে আনুমানিক ২ সে: মি: দূরত্বে ৪টি ত্রিভূজকে কাঁচি দিয়ে কাটুন।
৩. কেন্দ্র থেকে অর্ধেক দূরত্বে বাঁকা করন্নন (ভাঁজ করবেন না) এবং উইন্ডমিলের আকার দেয়ার জন্য আঠা লাগান।
৪. উইন্ডমিল এবং কেন্দ্রের মাঝখান দিয়ে কাঁটা ঢোকান। আপনি পাশ থেকে বা উপর থেকে কাঁটা ঢুকাতে পারেন।
৫. উইন্ডমিলের উপরে ফুঁ দিন। এটা ঘোরা উচিত। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা করার জন্য বাতাসের বিপরীতে ধরে তা ব্যবহার করতে পারে অথবা ঝড়ের সতর্কতা হিসেবে মাটিতে পুতে দিতে পারে।

কাগজের উড়োজাহাজ কীভাবে বানাতে হয়

যা প্রয়োজন হবে: **একটুকরা আয়তাকার কাগজ।**

১. লম্বালম্বি এবং আধা-আধিভাবে কাগজটিকে ভাঁজ করচন। উড়োজাহাজের সম্মুখভাগে ত্রিভূজ তৈরির জন্য দু'টি কোণাকে উল্টো দিকে ভাঁজ করচন (১ নং চিত্র দেখুন)।
২. তারপর উড়োজাহাজের সামনের দিক থেকে দু'টি অর্ধেক অংশকেই আবার নিচের দিকে ভাঁজ করন্নন(২ নং চিত্র দেখুন)।
৩. অবশেষে পাখা তৈরির জন্য উড়োজাহাজের লম্বা দিক থেকে উল্টো দিকে ভাঁজ করন্নন(৩ নং চিত্র দেখুন)।
৪. সবগুলো ভাঁজের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য জোরে চাপ দিন।
৫. আপনার উড়োজাহাজটি উড়াতে চেষ্টা করচন। এটাকে আরও বেশি উড়ানোর জন্য আপনি ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে পারেন। কার উড়োজাহাজটি বেশি দূরে যায় বা বেশিক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকে এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করতে পারে।

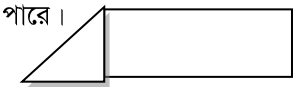

চিত্র-১

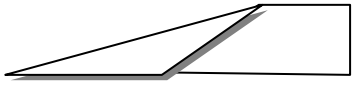

চিত্র-২

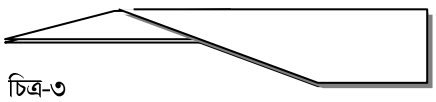

চিত্র-৩

অধিবেশন ১০, সহায়ক তথ্য ৩: এক টুকরো কাগজ থেকে আমরা কতটুকু শিখতে পারি?

ছবিতে একটি পাঠের দৃশ্য দেখুন যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কাগজের টুপি বানানো শিখছে। লক্ষ্য করুন, শিশুরা অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা চর্চা করছে এবং পাশাপাশি মজাও করছে!!!

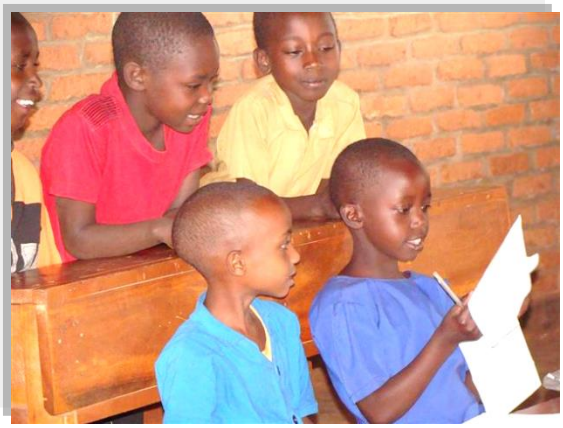

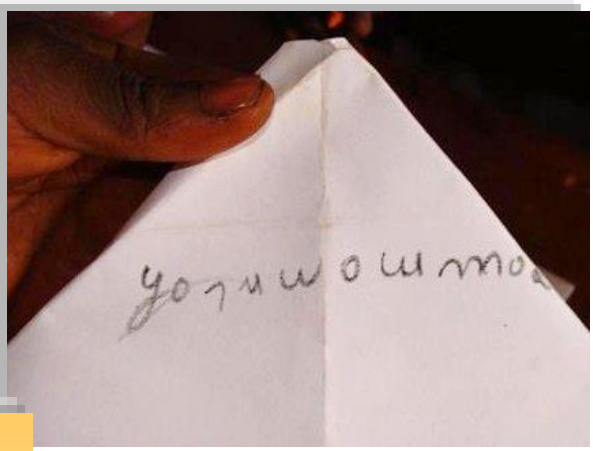

স্বল্প মূল্যের শিখন উপকরণ

স্বল্প মূল্যের উপকরণ দিয়ে শিক্ষণ-শিখন উপকরণ তৈরি করা অনেক শিক্ষকের কাছে নতুন কিছু নয় যারা দৃশ্যত এগুলো তাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট থেকে শিখেছেন। যাই হোক, বাস্তবে শ্রেণিকক্ষে এগুলোকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনও বিবেচনা করেননি। আদর্শ শিশুবান্ধব বিদ্যালয়ের চাহিদার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এর সম্ভাবনাময় প্রয়োগের কথা উপলব্ধি করতে পারেননি।

উৎস: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ও শিখন-বান্ধব পরিবেশ: একটি প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণ, ইউনিসেফ ইথিওপিয়া, ২০০২

অধিবেশন ১০, সহায়ক তথ্য ৪: শ্রেণিকক্ষ-পোস্টার তৈরি ও ব্যবহার

ভাল পোস্টারের বৈশিষ্ট্য

- একটি পোস্টারে শিরোনাম, স্পষ্ট মোড়ক, বিভিন্ন রং-এর সমাহার থাকতে হবে এবং উপাদানগুলো সুন্দর ও যথেষ্ট বড় আকারে আঁকা হতে হবে যাতে শ্রেণির যে কোন স্থান থেকে দেখা যায়।
- পোস্টারে বিভিন্ন সহায়ক তথ্য/উপকরণের সৃজনশীল ব্যবহারের প্রতিফলন থাকতে হবে।
- পোস্টার শিক্ষার্থীর কৌতুহলকে উৎসাহিত করবে এবং শিখতে উদ্বুদ্ধ করবে।
- ভাল পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে করিয়ে দেয় এবং তথ্য সরবরাহ করে যা স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করে।
- ভাল পোস্টার মুখ্য বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেএবং পাঠ্য বিষয়কে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
- ভাল পোস্টার শ্রেণিকক্ষে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে।
- ভাল পোস্টার বার বার ব্যবহৃত করা যায় (যেমন: পুনরালোচনা পাঠ, ভিন্ন বিষয় ও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ)।

পোস্টার তৈরিতে শিশুরা জড়িত হতে পারে, এমনকি খুব ছোট বয়সের। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ প্রদর্শিত অবস্থায় দেখতে পছন্দ করে এবং তৈরিকৃত পোস্টার শ্রেণিকক্ষের প্রতি তাদের একাত্মতাবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পোস্টার তৈরি করার পর তা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করতে পারে। নতুন কোন ধারণা উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষকগণ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন, দেয়ালে প্রদর্শন করে তথ্য মনে করিয়ে দিতে ও তথ্য দিতে পারেন (এটা ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষকের মনে তথ্য সুসংবদ্ধ করতে সাহায্য করে) এবং শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও আচরণকে উৎসাহিত ও প্রভাবিত করে।

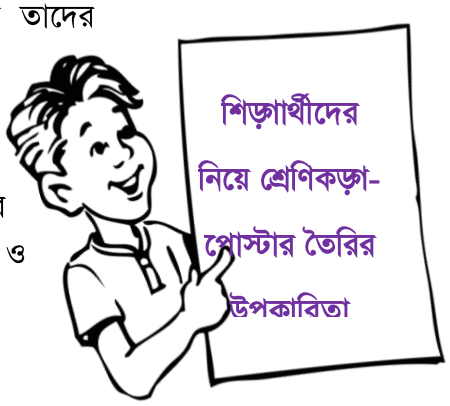

সুবিধা

- শিক্ষার্থীরা যেহেতু এগুলো নিজেরা তৈরি করেছে, তাই সেগুলো তাদের বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করে;
- শিক্ষার্থীদের সুক্ষ্ম পেশী (ফাইন মটর) ও উপলব্ধিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় (আঁকা, রং করা, ছবির জায়গা সংগঠিত করা);
- সামাজিক দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয় (ভূমিকা এবং দায়িত্ব পছন্দ করা ও ভাগাভাগি করে নেয়া, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সমঝোতা করা);
- শিক্ষার্থীরা অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা অর্জন করে (স্মরণ করা, উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিশেস্নষণ, মূল্যায়ন ও উদ্ভাবন বস্নুম'স ট্যাক্সোনমির ৬টি স্তর);
- পাঠ্যবই থেকে কীভাবে পোস্টার তৈরি করতে হয় তা জানার মাধ্যমে শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণও উপকৃত হতে পারেন - শিক্ষার্থীদের সবার জন্য যদি পর্যাপ্ত বই না থাকে তাহলে এটা খুবই উপযোগী হবে।

অধিবেশন ১০, সহায়ক তথ্য ৫: পোস্টারের ধারণা

পোস্টার তৈরিরবিকল্পধারণা

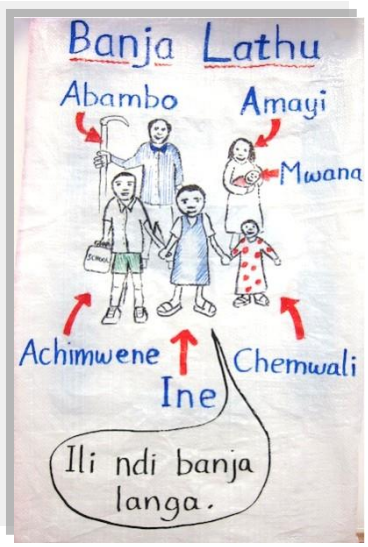

গ্রামের একটি মানচিত্র তৈরি করেছে (পর্বত, পাহাড়,নদী, ইত্যাদি) ।পাশেরপোস্টারটিতে দেখানো হয়েছে শিশুরা কীভাবে মাটিকে রং-এর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

বাম দিকের পোস্টারটি একজন শিক্ষক চাউলের বস্তার উপর মার্কার পেন দিয়ে তৈরি করেছেন। নিচের পোস্টারটি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে (যেমন: কার্ডবোর্ড বাক্স, কাগজ, পস্নাস্টিকের পানির বোতল, মার্কার পেন)।

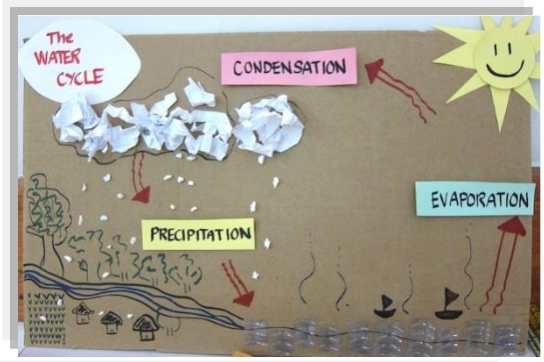

এই ফটোগুলোতে দেখানো হয়েছে পোস্টার তৈরিতে কীভাবে মাটি, বালি এবং পাথর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য মাটি, বালি এবং শিলা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা

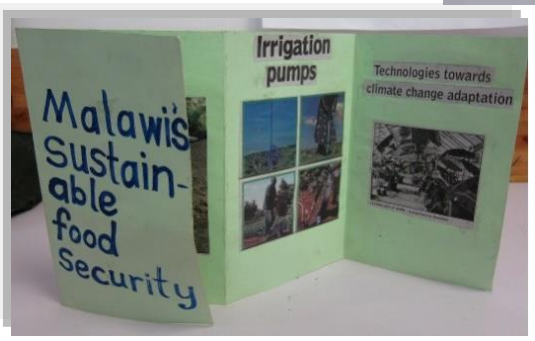

উপরের ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে শিক্ষকগণ কীভাবে অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করেপোস্টারগুলোকে আরও কার্যকরশিখন-উপকরণে পরিণত করতে পারেন (পোস্টার বুক, জিগ-জ্যাগ বুক, কোলাজ, গ্রাফিটি ওয়াল) যেখানে শিশুরা অনুসন্ধান করতে পারে এবং তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

অধিবেশন ১০, তথ্যপত্র ৬: বস্নুম-এর ট্যাক্সোনমিরশ্রেণিবিন্যাস (বস্নুম-এর ট্যাক্সোনমি)

'মেইক এন্ড ডু' অধিবেশনের সময় আপনি বস্নুম-এর **ট্যাক্সোনমির**শ্রেণিবিন্যাসের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র থেকে চিন্তার দক্ষতাগুলোর কোনটি ব্যবহার করেছিলেন? সুনির্দিষ্ট উদাহরণের কথা ভাবুন। তথ্যপত্র তৈরিতে শিক্ষার্থীদেরকে পাওয়া গেলে কী লাভ হবে?

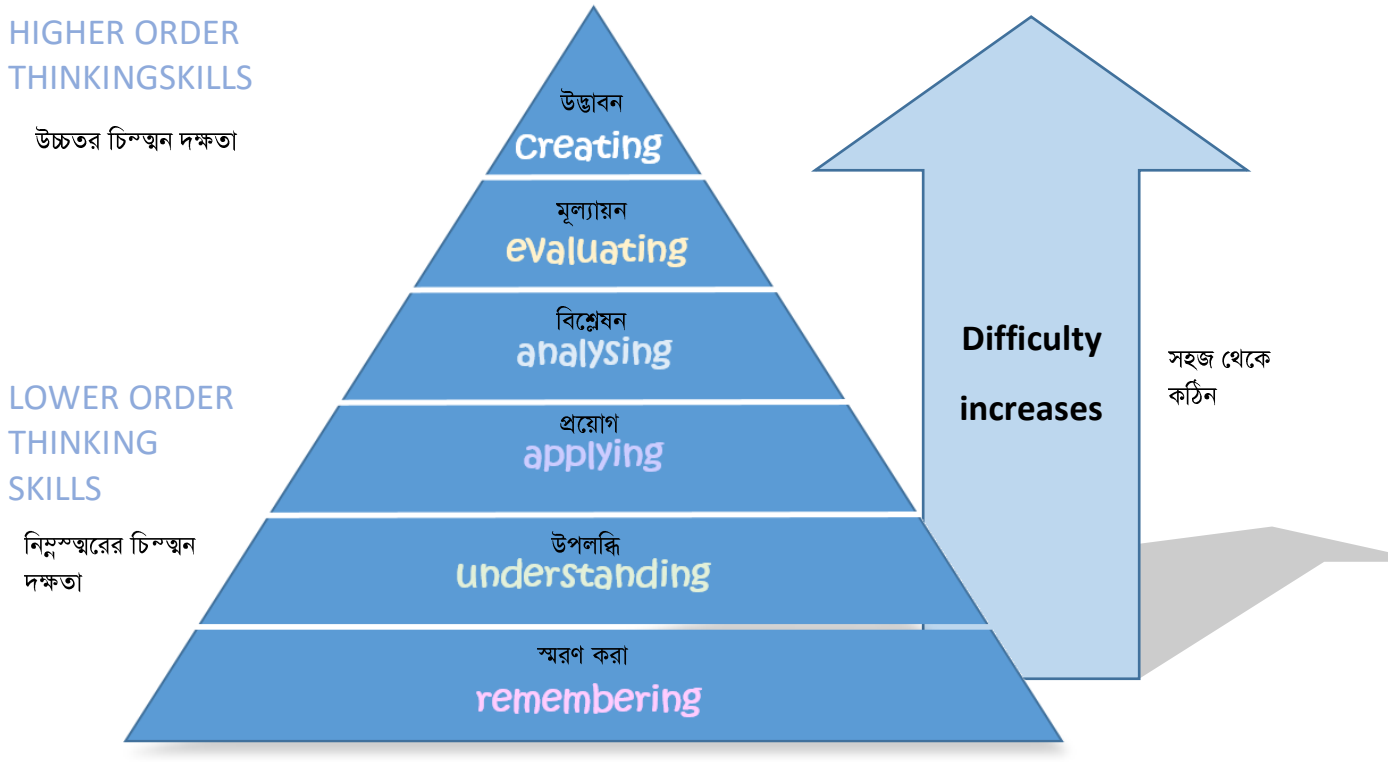

উদ্ভাবণ:বিভিন্ন উপাদান থেকে নতুন কিছু তৈরি করা। নতুন কোন অর্থ বা কাঠামো তৈরির প্রতি গুরম্নত্ব দিয়ে সম্পূর্ণতা দিতে অংশগুলোকে একত্রিত করা।

মূল্যায়ন:ধারণা বা উপকরণের গুরম্নত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত স্থির করা। কারণসহ আপনার মতামত দেয়া।

বিশেস্নষণ:উপকরণ বা ধারণাগুলোকে উপাদান অনুযায়ী পৃথক করা যাতে পুরো কাঠামোটি বোঝা যায়। বাস্ত্মবতা এবং অনুমানগুলোকে আলাদা করা।

প্রয়োগ:নতুন পরিস্থিতিতে একটি ধারণা ব্যবহার করা। শ্রেণিকক্ষের শেখাকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা।

উপলব্ধি:কোন কিছুর অর্থ বুঝতে পারা।একটি নির্দেশনা অনুসরণ করা। একটি সমস্যা বর্ণনা করা।

স্মরণ করা:পূর্বে শেখা তথ্যগুলো মনে করা।

এগুলোর মধ্যে আপনি আপনার পাঠে কোনটি সবচেয়ে বেশি করে থাকেন?

[নোট: জে অ্যান্ডারসন ও অন্যান্যরা মিলে ২০০১ সালে এই পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাসটি তৈরি করেছেন।]

অধিবেশন ১১, সহায়ক তথ্য ১: আমাদের নিজেদের সহযোগিতা-চক্র তৈরি করা

আগামী বছর আপনি যেহেতু আপনার শ্রেণিকক্ষে শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে চাইবেন সেহেতু স্কুলে আপনার সহকর্মী, আপনার প্রধান শিক্ষক এবং এই কর্মশালার সহকর্মীদের কাছ থেকেও আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। এই অধিবেশনের মূল আলোচনার বিষয়ও তাই।

নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন এবং নোট নিন। কিছু উদাহরণ দেয়া হলো, তবে আপনার অন্য কোন ধারণাও থাকতে পারে:

১. আপনি যেহেতু শিশুকেন্দ্রিক শিখন বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে একে অপরকে সহায়তা করতে পারেন?
যেমন: সহায়ক তথ্য/উপকরণ ও পাঠ পরিকল্পনা বিনিময় করা, প্রতিকূলতা আলোচনা করা, একে অপরের পাঠ পর্যবেক্ষণ করা, অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, ইত্যাদি।

২. আপনার অগ্রগতি আলোচনা করার জন্য আপনি কত তাড়াতাড়ি আবার একত্রিত হতে চাইবেন?
আপনি কি আবার এক সপ্তাহ/এক মাস/ছয় মাসের মধ্যে একত্রিত হতে চাইবেন?

৩. এ রকম একটি সভা/কর্মশালায় আপনি কী করতে চাইবেন?
যেমন: পাঠ প্রদর্শন (লেসন ডেমনস্ট্রেশন) করা, সবাই মিলে পাঠ পরিকল্পনা করা, শিখনোপকরণ তৈরি করা, প্রতিকূলতা ও সমাধান আলোচনা করা, পাঠ পরিকল্পনা বিনিময় করা, ইত্যাদি।

৪. আর কী উপায়ে আপনি আপনার ধারণা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতাগুলো বিনিময় করতে পারেন?
যেমন:একে অপরেরপাঠ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার (মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার), ভিডিওর মাধ্যমে পাঠ প্রদর্শন, বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা, ইত্যাদি।

অধিবেশন ১২, সহায়ক তথ্য ১: শিশুকেন্দ্রিক পাঠ তৈরি করা

আগামীকাল আপনি স্থানীয় একটি স্কুলে একদল শিক্ষার্থীকে শিশুকেন্দ্রিক পাঠ উপস্থাপন করবেন। আপনি এই কর্মশালায় অবস্থানকালে একই দলের সঙ্গে কাজ করবেন। এটি আপনার **'শিক্ষণ দল'**। এই অধিবেশনে আপনার উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- এনসিটিবি প্রদত্ত পাঠ্যবইয়ের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিশুকেন্দ্রিক পাঠের রূপরেখা তৈরি করা;
- একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- পাঠ পরিচালনায় সহায়তার জন্য সহায়ক উপকরণ তৈরি করা।

প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আপনি আজ সকালের বাকি সময়টুকু এবং দুপুরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন। আপনি যদি সহায়তা চান তাহলে পরামর্শ করার জন্য সহায়ক পাবেন। আমরা যেসব শিক্ষোপকরণ(রিসোর্স) ব্যবহার করেছি আপনি সেগুলোর যে কোনোটির উপর নির্ভর করতে পারেন, অথবা নিজের পছন্দেও শিক্ষোপকরণ(রিসোস) বেছে নিতে পারেন। অতএব, সৃজনশীলভাবে চিন্তা করুন। মনে রাখবেন, একজন শিক্ষকের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যে সময় লাগে একদল শিক্ষকের জন্য তা করতে তার চেয়েও বেশি সময় লাগে! আপনাকে পাঠের খটিনাটি সব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে এবং সেখানে মতপার্থক্যও ঘটতে পারে। এগুলো সবই শিখনের অংশ। মনে রাখবেন, আজ দুপুরে একটি কার্যকর দল হিসেবে কাজ করা আগামীকাল একটি ভাল পাঠ পরিচালনার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আজ দুপুরের শেষভাগে আপনি পাঠ পরিচালনার মহড়া করবেন। দলের সদস্যগণ পাঠের বিভিন্ন অংশের মহড়ায় অংশ নিবেন। তারপর আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন আগামীকাল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোন শিক্ষক পাঠের কোন অংশ পরিচালনা করবেন। আপনাকে অবশ্যই আগামীকাল পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে স্কুলে আসতে হবে।

আগামীকাল সকালে স্থানীয় একটি স্কুলে প্রকৃত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠ পরিচালনা করা হবে। বিস্তারিত বিষয় যেমন প্রত্যেক দলের জন্য শ্রেণি এবং বিষয় নির্ধারণসহ একটি পাঠ পরিচালনার সময়সীমা কি হবে তা সহায়কগণ নিশ্চিত করবেন। এখানে আপনার পাঠের নোট নিন:

শ্রেণি:	পাঠের সময়সীমা:	বিষয়:

পাঠের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ:

- এটাকে শিশুবান্ধব শিখনফলের (যেমন: আমি পারি ..... উক্তি) সঙ্গে যুক্ত করুন এবং পাঠের শেষে তা অর্জিত হয়েছে কিনা বোঝার জন্য গাঠনিক মূল্যায়ন (ফরমেটিভ ইভালুয়েশন) ব্যবহার করুন (কোন পরীক্ষা নয়)।
- নিশ্চিত করুন যে পাঠে সহযোগিতামূলক শিখনের (কোলাবরেটিভ লার্নিং) অন্তত:পক্ষে একটি উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে (জোড়ায় কাজ বা দলে কাজ)।
- বস্লুম-এর শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করুন - ' নিম্নস্তরের দক্ষতা' গুরুত্বপূর্ণ, তবে আপনি কিছু কিছু 'উচ্চতর দক্ষতাও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন - প্রয়োগ, বিশেস্নষণ, উদ্ভাবন বা মূল্যায়ন?
- শিক্ষক-নেতৃত্বাধীন পাঠের পর্যায়গুলো গুরুত্বপূর্ণ - নিশ্চিত করুন যে আপনি মানসম্মত যোগান (ইনপুট) দিচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করছেন।
- কাঠামো এবং কাজের ধারণাগুলো সহজ রাখুন। যদিও আপনি শ্রেণি এবং বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন, কিন্তু আপনি সম্ভবত প্রথমবারের মত এই শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ দিচ্ছেন। আপনি পরিচয় বিনিময় করার, একটি কিংবা দু'টি কাজ করার এবং উপসংহার টানার সময় পাবেন। আপনার শিক্ষার্থীদেরকে তাগাদা দিবেন না।
- আপনি অন্য যে কোন পাঠের জন্য যেভাবে যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে থাকেন এ ক্ষেত্রেও তাই করুন। শিশুকেন্দ্রিক শিখনের জন্য আলাদা কোন কাঠামোর (Fomat) প্রয়োজন হয় না বা পরিকল্পনাতেও কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই।

অধিবেশন ১৩, তথ্যপত্র ১: পাঠের মহড়া

আজ দুপুরে আপনি 'মাইক্রো টিচিং' নামে পরিচিত একটি পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠ পরিচালনা চর্চা করবেন। মাইক্রো টিচিং সেখানেই কার্যকর যেখানে একজন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদেরকে পাঠদান করেন যারা শিক্ষার্থীর মত আচরণ করেন। আপনি একই দলে থাকবেন। প্রত্যেক শিক্ষককে আপনি দু'বার করে আপনার পাঠ শেখাবেন এবং আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন আগামীকাল কে কোন পাঠ পরিচালনা করবেন। আপনাকে আপনার পাঠ চর্চা করার জন্য একটি জায়গা খুঁজে নিতে হবে (এটা হতে পারে কোন আলাদা কক্ষ, অথবা কর্মশালা-কক্ষের কোন একটি কর্নার) এবং পাঠ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব রিসোর্স একত্রিত করুন। আপনার যদি চকবোর্ড বা পকেটবোর্ড প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোনটিই পাওয়া যাচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আপনি হয়তোবা কোন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারেন (যেমন: ফ্লিপচার্ট পেপার)।

নিচে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে অগ্রসর হউন:

১. প্রথম পাঠটি পরিচালনা করার জন্য আপনার দল থেকে ২-৩ জন সদস্যকে বেছে নিন যারা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন এবং কে পাঠের কোন অংশ পরিচালনা করবেন তা ঠিক করুন। দলের অন্যান্য সদস্যরা (২-৩) শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করবেন। পাঠ পরিচালনা করুন (৩০ মি:)।

২. নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন (১০ মি:):
   - কাজগুলো করার জন্য পাঠের কাঠামো এবং প্রদত্ত সময় নিয়ে আপনি কি খুশি? কোন কিছু কি পরিবর্তন করতে হবে? যদি করতে হয় তাহলে এখনই করুন।
   - পাঠ পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি কি কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা লক্ষ্য করেছেন? যদি থাকে, সেগুলো কী এবং কীভাবে সেগুলো সমাধান করা যায়?
   - পাঠের সবচেয়ে সফল দিক কোনটি ছিল? কেন?

৩. পালা বদল করে অবশিষ্ট শিক্ষকগণ এখন শিক্ষকের ভূমিকায় আসবেন এবং যে শিক্ষকগণ গত পাঠের সময় শিক্ষক ছিলেন তাঁরা এখন শিক্ষার্থী হয়ে যাবেন। পাঠটি আবার পরিচালনা করুন! (৩০ মি:)

৪. নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন (৫ মি:):
   - এখন কি আপনি পাঠের কাঠামো নিয়ে সন্তুষ্ট? আর কোন চূড়ান্ত পরিবর্তন?
   - পাঠ পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি কি কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা লক্ষ্য করেছেন? যদি থাকে, সেগুলো কী এবং কীভাবে সেগুলো সমাধান করা যায়?
   - শিক্ষার্থীরা পাঠের কোন বিষয়টি আপনারা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছেন? কেন?

৫. এখন আপনি আগামীকালের পাঠদানের দায়িত্ব কীভাবে ভাগ করবেন তা আলোচনা করুন। দলের সবাইকে যে কোনভাবেই হোক জড়িত থাকতে হবে। পাঠের প্রত্যেক মুখ্য ধাপ (যেমন: ভূমিকা, প্রথম কাজের জন্য নির্দেশনা, প্রথম কাজের উপর ফিডব্যাক, উপসংহার ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক পরিচালনা করতে পারেন। যদি কোন সদস্য পাঠ পরিচালনা না করেন তাহলে তিনি পাঠ পরিচালনাকারী শিক্ষকের 'সহকারী' হিসেবে থাকবেন। সহকারীগণ হতেপারেন 'চকবোর্ড সেক্রেটারি', তাঁরা পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি নিবেন, শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্যগুলো (ইনপুট) নোট করবেন ইত্যাদি।তাঁরা 'মনিটর'ও হতে পারেন যারা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠের ধাপগুলোতে দলীয় বা একক কাজ মনিটর করবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন (৫ মি:)।

আপনি এটা কেন করছেন?

আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই বলে শিক্ষক হিসেবে আমাদের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা কখনও কখনও বেশ কঠিন হয়ে যায়। উপরন্তু, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানের সময় কোন ভুল হয়ে যায় কিনা বা কোন কোনটি হয়তোবা কাজে লাগবে না এ নিয়ে আমরা প্রায়ই উদ্বিগ্ন থাকি। সহকর্মীদের সঙ্গে চর্চা এবং পরস্পরকে ফিডব্যাক দেয়ার মাধ্যমে আমরা ভুল করার ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে নতুন কিছু চেষ্টা করার সুযোগ পেয়ে যাই।

অধিবেশন ১৪, তথ্যপত্র ১: সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম

সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম ১ -পাঠ্য বিষয়: .....

আপনি যেসব পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য একটি সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম পূরণ করুন। কোন কোন পাঠে মাত্র ১টি বা ২টি কাজ থাকতে পারে। অন্যগুলোতে হয়তোবা ৩টি কিংবা তারও বেশি কাজ থাকতে পারে - অনুগ্রহ করে পাঠের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিন।

পাঠ ১	কাজটির সবল দিক	কাজটি আমি অন্য যেভাবে করতে পারতাম / দুর্বল দিক	পরামর্শ
পাঠ নির্দেশনা			
প্রথম কাজ:			
দ্বিতীয় কাজ:			
তৃতীয় কাজ:			
পাঠ সমাপন			
পাঠের সার্বিক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীরা শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে?			
পাঠের কোন দিকটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?			
আপনি পাঠের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী পরামর্শ দিতে চান?			

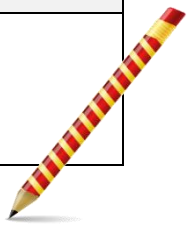

সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম ২ -পাঠ্য বিষয়: .....

আপনি যেসব পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য একটি সাথী-পর্যবেক্ষণ ফরম পূরণ করুন। কোন কোন পাঠে মাত্র ১টি বা ২টি কাজ থাকতে পারে। অন্যগুলোতে হয়তোবা ৩টি কিংবা তারও বেশি কাজ থাকতে পারে - অনুগ্রহ করে পাঠের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিন।

পাঠ ১	কাজটিরসবল দিক	কাজটি আমি অন্য যেভাবে করতে পারতাম / দুর্বল দিক	পরামর্শ
পাঠ নির্দেশনা			
প্রথম কাজ:			
দ্বিতীয় কাজ:			
তৃতীয় কাজ:			
পাঠ সমাপন			
পাঠের সার্বিক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীরা শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে?			
পাঠের কোন দিকটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?			
আপনি পাঠের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী পরামর্শ দিতে চান?			

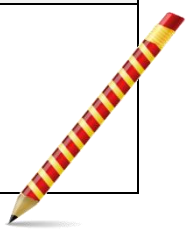

অধিবেশন ১৫, তথ্যপত্র ১: স্ব মূল্যায়ন ফরম

স্ব মূল্যায়ন ফরম

শিক্ষণ দলের সবাই একসঙ্গে বসুন। সম্পূর্ণ পাঠের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন এবং নোট নিন। মনে রাখবেন, আজকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটি সুযোগ ছিল এবং লক্ষ্য ছিল আপনাদের সফলতা ও ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আপনার মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করুন।

১. পাঠটি প্রত্যাশিত শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে?
২. পাঠ-কাঠামোটি কতটুকু সফল ছিল?(কাজ এবং কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবুন)
৩. শিক্ষোপকরণগুলো কতটুকু সফল ছিল?(এগুলো কি শিক্ষার্থীদের জন্য শিখনকে আরও বেশি সহজ ও আনন্দময় করে তুলেছিল?)
৪. পাঠটি কতটুকু শিশুকেন্দ্রিক ছিল?(এই কর্মশালা থেকে আপনি কী শিখতে পেরেছেন ভাবুন। আপনার পাঠে তার প্রতিফলন কতটুকু ঘটেছে? শিশুরা কতটুকু জড়িত ছিল এবং তারা কি পাঠটি পছন্দ করেছে?)
৫. আপনি আর কীভাবে করতে পারতেন?(আপনি ভাবুন আগামীকাল আপনাকে একই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য একটি শ্রেণিতে আবারও একই বিষয়ে পাঠ পরিচালনা করতে হবে; আপনি কী কী পরিবর্তন আনতে চাইবেন?)
৬. পাঠের কোন দিকটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে এবং কেন?

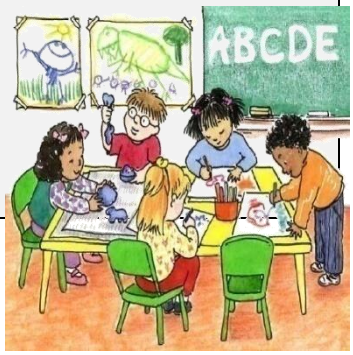

অধিবেশন ১৬, সহায়ক তথ্য ১: আমরা কী শিখেছি?

কর্মশালার সুনির্দিষ্ট শিখনফলগুলোর দিকে আবারও লক্ষ্য করুন। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন আপনার জন্য সেগুলো বর্তমানে কতটুকু সত্য এবং নিচে দেয়া মান (স্কোর) থেকে আপনার মান বেছে নিন:

৫-১০০% ভাগ সত্য, ৪-৮০% ভাগসত্য, ৩-৬০% ভাগ সত্য, ২-৪০% ভাগ সত্য, ১-২০% ভাগ সত্য, ০-০% সত্য

আমার মান	সুনির্দিষ্ট শিখনফল
	ক. আমি বুঝি শিখনে শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝায় এবং কেন তা কার্যকর;
	খ. আমার ব্যাপক কৌশল ও ধারণা আছে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে আমাকে শিশুকেন্দ্রিক শিখন বাস্তবায়নে সাহায্য করবে;
	গ. আমি জানি একটি কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক পাঠ কেমন হয় এবং তা কীভাবে একটি শিশুকেন্দ্রিক নয়এমন পাঠের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে;
	ঘ. আমি জানি শিখনে শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হলে আমার পাঠ্যবইকে কিভাবে ব্যবহার করতে এবং খাপ খাইয়ে নিতে হয়;
	ঙ. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখনে সহায়তার জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের কার্যকর, স্বল্প মূল্যের উপকরণ এবং শিক্ষণ সামগ্রী (টিচিং এইড) তৈরি করতে পারি;
	চ. আমি জানি আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার শ্রেণিক্ষকে আরও আনন্দময় করে তোলা শুরু করতে আমি প্রস্তুত আছি;
	ছ. শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ার অধীনে আমি কার্যকরভাবে পাঠ তৈরি করতে, পাঠ পরিচালনা করতে এবং পাঠ মূল্যায়ন করতে পারি;
	জ. আমি অনুভব করি যে আমি আমার নিজের শ্রেণিকক্ষে শেখা শুরু করতে, অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে এবং আমি যেভাবে শিখে থাকি সেভাবে আমার দলের অন্যদেরকে সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি;
	ঝ. আমি যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখী হই সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি যেহেতু শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার অনুগামিতায় আমি আমার পাঠদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে থাকি।

এখন কর্মশালার সার্বিক ফলাফলের উপরও একই কাজ করুন:

আমার মান	সুনির্দিষ্ট শিখনফল
	আমার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ এবং শিখনে একটি কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য আমার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধি আছে।

যেসব উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আপনি ৩ বা তার নিচের মান বেছে নিয়েছেন, অনুগ্রহ করে সেসব উদ্দেশ্যগুলোকে নির্দিষ্ট করুন এবং বাস্তবায়ন শুরু করার আগে আপনার আর কি ধরনের সহায়তা বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা বলুন:

অধিবেশন ১৬, সহায়ক তথ্য ২: আমার প্রথম পদক্ষেপ

কাজের তালিকা দেখুন। এই কর্মশালার পর আপনার প্রথম সপ্তাহের পাঠদানে কোন কাজটি করার চেষ্টা করবেন? যে কাজটি করবেন তাতে টিক চিহ্ন দিন। আমরা আপনাকে অন্তত প্রথম সপ্তাহের জন্য ৩টি কাজ এবং প্রথম মাসের জন্য ১০টি কাজ পছন্দ করতে বলবো। আপনি যদি এমন কিছু করতে চান যা এই তালিকাতে নেই তাহলে তালিকার নিচে 'অন্যান্য' সারিতে উলেস্নখ করস্নন।

কাজ	আমার প্রথম সপ্তাহে	আমার প্রথম মাসে
১. শিখনকে আপন করে নেয়া		
ক) শিক্ষার্থীদের পরিচিত পরিবেশ এবং জানার আগ্রহের সঙ্গে উপকরণগুলোর সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য সেগুলোকে আমি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মানানসই করে নিব।		
খ) আমি একদিন শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাব যাতে তারা বাইরের জগৎ থেকে শিখতে পারে।		
গ) আমি শিক্ষার্থীদেরকে ছবি আঁকার সুযোগ দিব এবং তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সেগুলোতে মোড়ক লাগাবো।		
ঘ) আমি শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ীর কাজ হিসেবে প্রকল্প (Project) দিব যা তাদেরকে গবেষণা কাজে জড়িত করবে।		
২. শ্রেণিকক্ষে কাজ		
ক) এককভাবে একটি অনুশীলন করার পর শিক্ষকের সঙ্গে পরীক্ষা করার আগে আমি শিক্ষার্থীদেরকে ২ থেকে ৩ মিনিটের জন্য জোড়ায় বসে পরীক্ষা করতে বলবো।		
খ) চিন্তাভাবনা করে উদ্ভাবনের জন্য আমি শিক্ষার্থীদেরকে ছোটদলে কাজ করতে দিব। একজন সেক্রেটারি নোট নিবে এবং বোর্ডে একটি কলামে সেগুলো কপি করবে।		
গ) আমি জোড়ায় আলোচনা করানোর চেষ্টা করবো।		
ঘ) আমি আমার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'বিঙ্গো' খেলবো।		
ঙ) পরবর্তীতে আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করবো। আমি ত্রিমাত্রিক পরিযোজনা (ট্রায়াঙ্গুলেশন) পদ্ধতি ব্যবহার করবো। প্রথমে ওরা এটা ছোটদলে করবে, তারপর জোড়ায় বা তিনজন মিলে করবে এবং অবশেষে এককভাবে করবে।		
চ) আমি থিংক, পেয়ার, শেয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবো।		
৩. মূল্যায়ন		
ক) শিক্ষার্থীরা কী শিখতে পেরেছে তা বোঝার জন্য আমি আমার পাঠদানের শেষে তাদেরকে প্রশ্ন করবো।		
খ) সবসময় আমি নিজেই ভুলগুলো সংশোধন করে না দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে একে অপরের ভুল শুধরে দেয়ার কাজে জড়িত করবো।		

গ) আমার শিখন ফলাফলের স্ব মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদেরকে জড়িত করার লক্ষ্যে আমি পাঠদানের শেষে 'থিংকিং থাম্ব' ব্যবহার করা শুরম্ন করবো।		
ঘ) দলীয় কাজের শেষে গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য আমি মিনিবোর্ড ব্যবহার করবো।		
৪. শিখন সহায়ক উপকরণ		
ক) আমি আমার উপস্থাপনাকে আরও বেশি আলোচনা-মুখর করার জন্য পকেটবোর্ড ব্যবহার করা শুরম্ন করবো।		
খ) আমি প্রশ্ন করার সময় নিযুক্তি লাঠি (নমিনেশন স্টিক) ব্যবহার করা শুরচ করবো এবং সব শিক্ষার্থীর সহজে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারা উচিত।		
গ) আমি কিছু মেমোরি কার্ড তৈরি করবো এবং মিলানো খেলা (ম্যাচিং গেইম) খেলবো।		
ঘ) আমি পাঠদানের জন্য কিছু পুতুল এবং মুখোশ তৈরি করবো এবং আমার পাঠে সেগুলো ব্যবহার করবো।		
৫. একটি আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ		
ক) আমি আমার শ্রেণিকক্ষের জন্য কিছু নতুন পোস্টার তৈরি করবো।		
খ) আমি একটি ডিসপেস্ন বোর্ড বানাবো যেখানে আমি আমার শিক্ষার্থীদের কাজগুলো প্রদর্শন করতে পারি।		
গ) আমি আমার শ্রেণিকক্ষে নতুন পোস্টার তৈরির কাজে শিক্ষার্থীদেরকে জড়িত করবো।		
ঘ) শ্রেণিকক্ষের লার্নিং কর্নারের জন্য উপকরণ তৈরির কাজে আমি আমার শিক্ষার্থীদেরকে জড়িত করবো।		
ঙ) আমি আমার শ্রেণিকক্ষেও দেয়াল চকবোর্ড রং করার ব্যবস্থা করবো।		
অন্যান্য ...		
অন্যান্য ...		
অন্যান্য ...		

অধিবেশন ১৬, সহায়ক তথ্য ৩: আমার প্রথম সপ্তাহের পরিকল্পনা

আমার প্রথম সপ্তাহের পরিকল্পনা

আপনি প্রথম সপ্তাহে যে ৩টি কাজ করার জন্য বেছে নিয়েছেন সেগুলো বাম দিকের কলামে লিখুন এবং পরবর্তী দু'টি কলাম পূরণ করুন। শেষের কলামটি এখনই পূরণ করবেন না। তারপর আপনার স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকগণকে নিয়ে একসঙ্গে বসুন। একে অপরকে বলুন কে কোনটি করবেন বলে বেছে নিয়েছেন এবং কেন।

ধারণা	বিষয়	আমি কীভাবে করব	কাজটি কেমন হয়েছিল
উদাহরণ: দলীয় কাজের শেষে গঠনমূলক মূল্যায়ন করার জন্য আমি মিনিবোর্ড ব্যবহার করবো।	গণিত (এবং সম্ভবত বিজ্ঞান)	আমাদের কিছু বস্ন্যাকবোর্ড পেইন্ট এবং কিছু পুরনো কাঠের বোর্ড আছে। একজন কাঠমিস্ত্রি আছে যে আমার জন্য কাঠ কেটে দিতে পারে। পরের সপ্তাহে আমরা দীর্ঘ সংযোজনার কাজ শুরু করবো। ফলে আমি আমার উপস্থাপনার শেষে ওরা কতটুকু বুঝতে পারলো তা বোঝার জন্য দলায় কাজ করাতে পারবো।	
১			
২			
৩			

আপনার প্রথম সপ্তাহের শেষে আপনি একটি ছোট কর্মশালায় জন্য মিলিত হবেন। প্রথমে আপনি টেবিলের চূড়ান্ত কলামটি পূরণ করবেন এবং তারপর আলোচনা করবেন তা কেমন হয়েছিল এবং আপনার সহকর্মীদের ধারণার উপর পরামর্শ দিন।

অধিবেশন ১৭, রিসোর্স ১: কর্মশালা মূল্যায়ন ফরম

কর্মশালা মূল্যায়ন ফরম

এই মূল্যায়ন ফরমটির ৪টি অনুচ্ছেদ আছে। এটা পূরণ করতে হবে বেনামে। তাই অংশগ্রহণকারীরা যখন ফরমটি পূরণ করবেন তখন সহায়কগণের কক্ষ ত্যাগ করা উচিত। কোন একজন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে সবগুলো ফরম একসঙ্গে সংগ্রহ করে সেগুলো সহায়কগণের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১ - শিখনফলে আপনার ব্যক্তিগত অর্জন

অনুগ্রহ করে অধিবেশন ১৬, রিসোর্স ১ থেকে আপনার ব্যক্তিগত মান নিচের টেবিলে স্থানান্তরর করুন (৫=১০০% সত্য; ০=০% সত্য):

আমার মান	সুনির্দিষ্ট শিখনফল
	ক. আমি বুঝি শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায় এবং কেন তা কার্যকর;
	খ. আমার অনেক কৌশল ও ধারণা জানা আছে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে আমাকে শিশুকেন্দ্রিক শিখন বাস্তবায়নে সাহায্য করবে;
	গ. আমি জানি একটি কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক পাঠ কেমন হয় এবং শিশুকেন্দ্রিক নয় এমন পাঠের সঙ্গে তা কী পার্থক্য সৃষ্টি করে;
	ঘ. আমি জানি শিখনে শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হলে আমার পাঠ্যবইকে কিভাবে ব্যবহার করতে এবং খাপ খাইয়ে নিতে হয়;
	ঙ. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ/শিখনে সহায়তার জন্য আমি বিভিন্ন ধরনের কার্যকর, স্বল্প মূল্যের উপকরণ এবং শিক্ষোপকরণ (টিচিং এইড) তৈরি করতে পারি;
	চ. আমি জানি আনন্দময় শ্রেণিকক্ষ কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার শ্রেণিক্ষকে আরও আনন্দময় করে তুলতে আমি প্রস্তুত আছি;
	ছ. শিশুকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য আমি কার্যকরভাবে পাঠ তৈরি করতে, পাঠ উপস্থাপন করতে এবং পাঠ মূল্যায়ন করতে পারি;
	জ. আমি মনে করি যে আমি আমার নিজের শ্রেণিকক্ষে শেখা শুরু করতে, অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে এবং আমি যেভাবে শিখে থাকি সেভাবে আমার দলের অন্যদেরকে সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি;
	ঝ. আমি যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখী হই সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি এবং শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য আমি আমার পাঠদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে থাকি।
আমার মান	**সার্বিক ফলাফল**
	আমার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ এবং শিখনে একটি কার্যকর শিশুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য আমার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধি আছে।

অনুচ্ছেদ ২ - কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনা সম্পর্কে আপনার মান নির্ধারণ

অনুগ্রহ করে নিচের বিষয়গুলোতে স্কোর এবং মন্তব্য দিন:

৫=খুব ভাল, ৪=ভাল, ৩=গ্রহণযোগ্য, ২=উন্নয়নযোগ্য, ১=দুর্বল, ০=অগ্রহণীয়

এখানে মন্তব্য যোগ করুন:

কর্মশালার আগাম নোটিশ: ☐ .....

আয়োজন ও সময়সূচি: ☐ .....

কর্মশালার সময় কাজের চাপ: ☐ .....

কর্মশালার পরিবেশ: ☐ .....

অন্যান্য: ..... ☐ .....

এখানে আপনি ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

অনুগ্রহ করে পরবর্তী পৃষ্ঠা অনুসরণ করুন।

অনুচ্ছেদ ৩ - গুণগত মূল্যায়ন: অনুগ্রহ করে যত বেশি সম্ভব তথ্য দিন

কর্মশালা আপনার প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে?

প্রশিক্ষণে কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে?

প্রশিক্ষণে কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে?

অনুচ্ছেদ ৪ - আপনার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদানে আমাদেরকে সহায়তা

অনুগ্রহ করে সহায়তা প্রদান/প্রশিক্ষণের (Facilitation/Training) মান সম্পর্কে মন্তব্য করুন:

নিচের বিষয়গুলোতে আপনার সুপারিশ কি? **ক) এই কর্মশালাটি আরও ভাল করতে?** **খ) প্রশিক্ষণের পরবর্তী ধাপ?**

আপনি কি .... একজন শিক্ষক? ☐ একজন প্রধান শিক্ষক? ☐ অন্যান্য: .....